সেতু ও অন্যান্য কবিতা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রয়েস্ পাব্লিসিং
কালিঘাট।

প্রকাশক—

শ্রীনির্ম্মল রায়

পি, ২৭৬ রাসবিহারী এভেনিউ

কালিঘাট

আশ্বিন, ১৩৪১

—এক টাকা—

শ্রীগোবিন্দ প্রেস

৭।১সি রসা রোড হইতে

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
করকমলেষু

সেতুর সমস্ত কবিতাই প্রথমে পরিচয়, প্রবাসী, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, বসুমতী, উত্তরা, স্বদেশ, অভ্যুদয়, উপাসনা, পঞ্চপুষ্প, প্রবর্ত্তক, পুষ্পপাত্র, আনন্দবাজার প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ'য়েছিল। পুনর্মুদ্রণ কালে কয়েকটি কবিতার নামে এবং দুএকটির ভেতরকার লাইনেও আবশ্যক-মতো অদল-বদল হ'য়েছে এই বইয়ের 'আমরা কবিতা লিখি' 'আমি যারে আঁকিয়াছি' এবং 'বুভুক্ষা' এই তিনটি কবিতার ওপর যথাক্রমে কার্ল স্যাণ্ড্‌বার্গ, ডি এইচ্‌ লরেন্স্‌ ও এরিসা কেনেলের ছায়া আছে—তা ব'লে এরা অনুবাদ ত নয়ই, অনুকরণ বা অনুসরণও নয়।

এই বইয়ের সমস্ত কবিতাই মোটামুটি ১৯২৭— ৩৩ এর মধ্যে লেখা—তার ভেতর 'রূপনারায়ণ,' ছুটী নে'য়া, 'বাস ও বাসনা' একেবারে গোড়ার দিককার। লেখকের বয়স তখন ষোল-সতের। 'যারা শুধু ফুটে ঝরে যায়', 'বিশ্বামিত্র', 'সাঁওতাল নাচ', 'তুমি স্বধু ছায়া' তার অল্প পরের। অপরিণত বয়সের লেখা হলেও এই কবিতাগুলির ভেতরও লেখকের স্বকীয়তার ছাপ আছে—যে লিপি-কুশলতা, দৃষ্টি-ভঙ্গিমা ও সতেজ আন্তরিকতা তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত করেছে তার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় এই কবিতা গুলোতে। লেখকের আধুনিকতম কোন কবিতা এই সংগ্রহে দেওয়া হ'ল না, তার জন্যে স্বতন্ত্র বই প্রয়োজন।

—নির্ম্মল রায়—

একদিন ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে, চলার ঝোঁকে
চলিতে চলিতে এসে প'ড়েছিনু মাঠের মাঝে—
সবুজে সবুজে প্রকাণ্ড মাঠ, মেঘের সাথে
গলাগলি ক'রে ঘুমায় তখনো কুয়াসাতলে !
যতদুর চাই, লোকালয় নাই, হয়ত কেউ
কোনদিন ভুলে' এ পথে হাঁটে না...মস্ত বিল্
ঝিল্ মিল্ করে সে মাঠের কোলে দু-কূল ব্যেপে' !

তারি বুক জুড়ে' অদ্ভুত এক কাঠের সাঁকো—
(কতকাল আগে কা'রা গড়েছিল কেই বা জানে ?)
ভোর বাতাসের আল্‌গা ছোঁয়ায় আপনি কাঁপে,
কুহকী-ছায়ায় কোথা নিয়ে যায়—সে কোন্‌খানে !

খেয়াল-খেলায় পায়ে পায়ে ভাই সে সেতু বেয়ে'
পার হ'য়ে আসি, হ'ল্‌দে বেগুনী-ফুলের দেশে—
সারসেরা যেথা পাখা ঝাপ্‌টায় কিনারা জুড়ে',
ভীরু প্রজাপতি সাঁতরিয়ে ফেরে' পাখ্‌না মেলে...
দু'টি হাত ভ'রে ফুল নিতে' নিতে' রৌদ্র হ'ল !

কিনারায় ফিরে' গাঙশালিকের জটলা-করা
ঝাউ ঝাড় আর শর বন ভেঙে', বালির বুকে
খুঁজে হায়রাণ্—কাঠের সে সাঁকো পাইনে আর !
সাঁতার জানিনে...কূলে ব'সে ব'সে কান্না আসে,
ফুলের স্বপনে ভুল ক'রে কেন এ-পারে আসা ?

আমরা কবিতা লিখি—বিধাতার শুভ্র আশীর্ব্বাদ
মোদের লেখনী-মুখে অর্পিয়াছে অন্তহীন প্রাণ,
মর্ত্ত্যের মানুষ মোরা শুনি তাই অমর্ত্ত্য সংবাদ,
কল্পনার পাখা মেলে' উড়ে যাই উন্মুক্ত অবাধ ;
প্রত্যহের ধুলি-লিপ্ত বিষ-তিক্ত গ্লানি-অপমান—
জীবনেরে করে যবে পলে পলে বিকৃত বিস্বাদ,
আমরা বহিয়া আনি ক্ষণিকের আনন্দ-সংবাদ;
ছন্দোবদ্ধ গান !

আমরা সৌন্দর্য্য-লিপ্সু—পৃথিবীরে মোরা বাসি ভালো.
দিগন্ত প্রসারী মাঠ, নির্ম্মেঘ উদার নীলাকাশ,
প্রশান্ত নদীর ধারা, অকুণ্ঠিত স্বচ্ছন্দ বাতাস,
নিশার সীমান্ত প্রান্তে অর্দ্ধ-স্ফুট নক্ষত্রের আলো—
প্রথম পরশহৃতা কিশোরীর ভীরু ভ্রূবিলাস,
আমরা লুকায়ে দেখি ; ভালোবাসি বেণী মেঘ-কালো,
মোদের বেপথু বক্ষে অতর্কিতে ঘনায় ঘোরালো
ভারাতুর শ্বাস।

তা ব'লে বধির নই—কানে মোরা শুনি দিন রাত
ধ্বনিছে চৌদিক হ'তে ধরণীর আর্ত্ত ক্লিষ্ট রোল,
জীবন শিয়রে বসি মরণের উচ্চকিত দোল
আমরা জানিতে পারি ; দাবদগ্ধ নির্ম্মম আঘাত
দুঃসহ তরঙ্গ-ভঙ্গে তটে তটে তুলিয়া কল্লোল
ভঙ্গুর সঞ্চয় যত অসঙ্কোচে করে আত্মসাৎ—
তবু প্রতিনিশি শেষে, ডাকে আসি আসন্ন প্রভাত,
খোল্ দ্বার খোল্ !

তন্নুর লাবণ্য হেরে' মোরা হ'ই উন্মাদ বিহ্বল,
জানি তবু রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জা কদর্য্য কুৎসিত
আছে তার অন্তরালে, কুসুমের সংক্ষিপ্ত সম্বিৎ
জানি ক্ষুদ্র পতঙ্গের ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার সম্বল ;
মূর্চ্ছাতুর হৃৎ-তন্ত্রী ভয়-ক্ষুব্ধ বিষণ্ন চকিত—
সম্মুখে নিবিড় কালো পায়ে পায়ে প্রহত উপল,
তবু এ ধরণী পানে চেয়ে' চেয়ে' চোখে আসে জল,
কণ্ঠে জাগে গীত !

জানি বন্ধু, জানি মোরা এ ধরণী নয় চিরন্তন,
তুমি-আমি তুচ্ছ কথা, সবি হবে নিঃশেষে নিলয়—
স্তব্ধ হবে চরাচর, মহা ব্যোমে ব্যাপিবে প্রলয়,
বিস্মৃতি-পাণ্ডুর হবে আজিকার উদগ্র যৌবন !
তবু এ দেহের পিণ্ডে যতদিন প্রাণ-বন্ধ রয়,
ক্ষণিক খেলানা ল'য়ে রচি মোরা অনন্ত স্বপন,
অফুরন্ত গীত-গন্ধে আমাদের নিজস্ব ভুবন
চির প্রাণময় !

ছন্দের শৃঙ্খলে মোরা রোধিয়াছি সময়ের গতি,
গ'ড়েছি চিন্ময় বিশ্ব বিস্মৃতির বারিধি বেলায় ;
নশ্বর শূণ্যতা শুধু বাহু মেলে ডাকে আয়, আয়,
সৃষ্টির আনন্দে মোরা ফিরে নাহি চাই তার প্রতি !
মোদের সঙ্গীত রেশ কেঁপে কেঁপে তারায় তারায়,
লোক হতে লোকান্তরে ছুটে চলে ত্রস্ত লঘুগতি ;
ভবিষ্যের স্বপ্ন মোরা ; অনাগত জানাবে প্রণতি,
আমাদের পায় ।

তুমি শুধু ছায়া—
অখণ্ড কালের বুকে অপ্রমেয় বেদনার মায়া ;
আত্মার অনধিগম্য সনাতন শিখা,
নিখিল লাবণ্য-যজ্ঞে অনির্ব্বাণ চির ধূমশিখা ;
জ্যোতির্হীন স্তব্ধ নিশীথের
সহস্র বেদনা-দীর্ণ বিরহ গীতের
একটি অনুচ্চ ক্ষীণ স্বর—
বিহ্বল বিধুর,
তাই বুকে ব'য়ে
চিরদিন কানে যাও ক'য়ে !

প্রতিদিন নব নব রূপে
হেরিয়াছি তব মূর্ত্তি, সঙ্গোপনে অতি চুপে চুপে,
নিস্তব্ধ আকাশ শুধু নীরবে ফেলেছে দীর্ঘশ্বাস,
উদাস উন্মাদ প্রাণে হু হু ক'রে কেঁদেছে বাতাস ;
অগণ্য আঘাত-ক্লিষ্ট এ জীবন সমুদ্র বেলায়,
তরঙ্গিত আলোর খেলায়,
নিয়ত যে আনন্দের বিচিত্র স্পন্দন—
ঘুমায়ে তাহারি মোহে এ ধরণী দেখেছে স্বপন,
বোঝে নি, জানে নি, তারে নাই যার কায়া—
তুমি শুধু ছায়া !

সমুচ্ছল আনন্দের হাসি
যেথায় উঠেছে ফুটি, মিলনের বাঁশী

যেথায় বেজেছে শুধু অনাহত সুরে,
সারা প্রাণ জুড়ে,
তরল তামস-লিপ্ত রজনীর বিলোল অঞ্চলে
তুমি কত ছলে
বিছায়ে আসন,
শুনায়েছো অশ্রান্ত রোদন ;
শিশির ঝ'রেছে ফুলে, মেঘবালা কেঁদেছে নীরবে,
বেদনার বিহ্বলতা জাগিয়াছে পল্লবে পল্লবে,
মর্ম্মরিয়া শস্য শীর্ষে উঠেছে শিহর
লীলায়িত ব্যথার লহর ;
তোমার কাঁদন শুধু বাতাসে ফিরেছে গুমরিয়া,
বেজেছে শ্রবণরন্ধ্রে, তন্দ্রাঘোরে রহিয়া রহিয়া—
প্রাণ শুধু জানে সেই ভাষা,
অন্তর জানিতে পারে সেই যাওয়া-আসা !
তোমার ও অলক্ষিত চরণ বিক্ষেপে,
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী বার বার ওঠে কেঁপে কেঁপে,
যখন দিবস শেষে অতি ধীরে ধীরে,
আস' তুমি সাঁঝের তিমিরে !

প্রসারিয়া পক্ষ-পুট পাখীরা আপন নীড়ে ফিরে,
ঘুমায় তারার আঁখি ঝিলিমিলি তটিনীর নীরে,
অধীর উদাত্ত স্বরে আকাশের অঙ্গন ব্যাপিয়া,
ঝিল্লীর সঙ্গীত বাজে ঝিমিঝিমি কাঁপিয়া কাঁপিয়া—

মন্থর অদৃশ্য পায়ে তুমি ভেসে আস',
মোরে ভালোবাস' !
সে আসা জানিতে কেহ পারিবেনা কভু,
এসো তুমি তবু ;
দিও তুমি সাড়া এই প্রাণে বার বার—
হে ছায়া আমার !

তুমি শুধু ছায়া—
দেহ নয়, মন নয়, অশরীরী মায়া ;
শুধু দূর নীহারিকা হ'তে ঝ'রে-পড়া
প্রাণের আদিম বার্ত্তা কত ব্যথাভরা ;
তাই বিশ্ব চিনিবেনা তোমা
ওগো প্রিয়তমা ;
তাহাতে কি তোমার আমার ?
দুর্ভেদ্য কুয়াসা-ভারে অবলুপ্ত এপার ওপার ;
মাঝে ক্ষীণ সেতু বেদনার—
সেই সেতু ভর্ করি আমাদের হবে যাওয়া-আসা,
আমাদের মৌন ভালোবাসা
নিখিল মরণোৎসবে বেঁধে দেবে বিবাহের ডোর;
আমি কায়া, তুমি ছায়া মোর !

আমি যারে আঁকিয়াছি মোর কবিতায়—
প্রত্যহের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশায়
আলো-ছায়া আলিম্পনে,
করিয়াছি রূপায়িত যে মূরতি খানি,
মোর কাব্য-দেউলের সুদুর্গম মণিপীঠ তলে
চিরদ্দীপ্তা কলা-লক্ষ্মী রূপে আলোকিয়া
যে রয়েছে বিরাজিতা,
তোমরা দেখেছো তারে— তোমাদের চোখে
না জানি কি রূপ তার! কল্পনায় দেখি
তোমরা পেয়েছো তার অচঞ্চল আঁখির আভাস
আকাশের প্রান্তে আঁকা শুক তারকায়;
সমুদ্র কল্লোলে,
উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত তরঙ্গ-ফুৎকারে,
মলিন দিগন্ত হ'তে ঝরে-পড়া পাংশু চন্দ্র-করে
স্বর্ণাভ কুন্তল তার পেয়েছো দেখিতে...
মর্ম্মরিত পবন সঞ্চারে
লঘুচ্ছন্দ পাদক্ষেপ বাজিয়াছে তা'র
তোমাদের অন্তঃ কর্ণে—ভোরের শিশিরে,
দগ্ধ-স্বর্ণ-বর্ণ সাঁঝে,
অবনত-পক্ক-শস্য হেমন্তের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
তার হাসি, তার কান্তি, তার অভিমান,
ছড়ায়ে জড়ায়ে আছে—মোর কাব্য হ'তে
নাহি জানি চুপে চুপে কবে অতর্কিতে,

বাহিরিয়া গিয়াছে সে বিশ্ব-চিত্ত-লোকে—
মোর মর্ম্ম হ'তে
আহরিয়া নিশিদিন তিল তিল রস,
যে হ'য়েছে রসময়ী, আজ তার সাথে
অনন্ত বিচ্ছেদ মোর, আজ সে সবার।

তোমরা দেখেছো তারে, হয়ত বা কেহ
নিভৃত ঘুমের ঘোরে, একান্ত নির্জ্জনে,
তাহারে বেসেছো ভালো ; দিন-রজনীর
কর্ম্মক্লান্ত অবসরে তার ছবিখানি
বার বার ঝলকিয়া উঠিয়াছে তোমাদের চোখে।
তোমরা ভেবেছো কভু, কখনো কি জাগিয়াছে মনে,
এই যে তরুণী তন্বী লীলা-বধূ মোর,
এ নয়ক আফ্রোদিতি—
আদিম প্রভাতে
ওঠে নি এ সমুদ্রের আত্যন্ত মন্থনে,
আলুলিত কেশদাম আকাশে ছড়ায়ে :
'অপাঙ্গে মদির দৃষ্টি, ত্রস্তবাস, ত্রস্ত পদক্ষেপে'—
'উত্তাল উদ্দাম সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া এর কটি-তটে
মূর্চ্ছিয়া পড়েনি আত্মহারা' !
এ নয়ক বিয়াত্রিচে নেপ্ল্‌স্‌ সমুদ্র-উপকূলে,
অদৃশ্য হাওয়ার মতো সচকিত লঘু-শ্বাস ফেলি'
ছুটে' ছুটে' করে নাই চেরী বনে কুসুম চয়ন !

পাণ্ডুর দিগন্ত-তলে ছল ছল কালো আঁখি মেলি'
এ ছিল না কোন দিন আনন্দে এলায়ে—
রোমিওর প্রতীক্ষায় মুগ্ধা জুলিয়েট্‌ !
কবির কল্পনা নয়—
আকাশের নীল,
পাখীর কাকলী গান, অরণ্যের চকিত মর্ম্মর,
কুসুমের কোমলতা, তিল তিল আহরিয়া আনি'
আমি এরে গড়ি নাই তিলোত্তমা করি !
একান্ত বাস্তবী এযে—
লাজে ভয়ে কুণ্ঠিতা ব্যাকুলা
পদে পদে বেপমতী এ বালিকা-বধূ
মোর প্রতিবেশী কোন দীন গৃহস্থের।
ইহারে দেখেছি আমি বহুদিন বহু অবস্থায়—
কভু রত গৃহ-কাজে, কভু শিশু ক্রোড়ে,
প্রতিটি ভঙ্গিমা এর, হাসি কথা চরণ-সঞ্চার
ভূষণ-শিঞ্জন সহ তীক্ষ্ণ দিঠি, স্তন-শিহরণ,
সমস্ত দেখেছি আমি।
প্রত্যহের ছোট বড় ঘাত প্রতিঘাতে
উৎপীড়িত প্রাণপিণ্ড বিহ্বল ব্যাকুল,
কখন বাসনা এসে লুকায়ে বাঁধিল বাসা
তার মর্ম্মমূলে ;
দুর্নিবার অন্তর্দাহে জ্বলে' জ্বলে' প্রতি নিশিদিন
তাহারে দেখেছি আমি—অসংবৃত লালসা-বিলাসে

উচ্ছৃঙ্খল কামনা-পীড়নে,
কবিতা লিখেছি আমি।
এই রুক্ষ ধূলি-ম্লান যন্ত্রের চক্রান্ত ভরা মূঢ় মৃত্তিকায়
প্রত্যহের প্রয়োজনে পলে পলে আত্ম-অপচয়,
রক্তপায়ী বর্ব্বরতা স্ববর্ণের সভ্য আবরণে ;
হেথা হ'তে দূরে,
বিজন চেতনা তলে,
আত্মার দুরবগাহ গহন অতলে,
তাহারে করেছি পূজা ; তারি ক'টি ফুল
আমার কবিতা বন্ধু।
কত বেদনায়,
কত দীর্ণ দুরাশায় একে একে ফুটেছিল তারা
তোমরা জানো কি তাহা ?
তোমরা দেখেছো মোরে নির্ব্বিশেষ রূপে—
আমার আপন সৃষ্ট কল্প-লোক হ'তে
আমারে দিয়েছো নির্ব্বাসন—
আমি আজ কেহ নই, নাই কোন খানে ,
আমার সৃষ্টির তলে কোথা আমি গিয়েছি তলায়ে !
আমি আজ অভিনেতা...
মোর ভূমিকার
সুখদুঃখ, আনন্দ উল্লাসে,
সমুৎসুক সর্ব্বজন ;
শুধু মোর সাথে
নাহি কারো পরিচয় !

আমার সমস্ত সত্ত্বা নিঙাড়ি দেছি যে কবিতায়,
তার দীপ্তি, তার ভাতি, বিশ্ব-মর্ম্মলোকে
মেলিয়াছে লক্ষ শিখা...শুধু আমি নাই।
নিঃশেষে হারায়ে গেছি কোথা আমি অকূল আঁধারে
তবে কেন লিখেছি কবিতা,
কার তরে,
কোন প্রয়োজনে ?

আলো জ্বেলো নাক গহন আঁধারে আরো কাছে স'রে এসো,
কান পেতে শোনো নিরালা নিশীথ কী কথা বলে ;
অতীত দিনের হিসাব নিকাশ তুলো না আজ,
ছোট সুখ দুখ ডোবে ত ডুবুক্ অতল তলে !

খর দিবালোকে পথে ও বিপথে ঘুরে ঘুরে হায়রাণ,—
দুরাশা-দূতীর সুদূর আলোর মোহে ;
রাতের আঁধারে সীমার পরিখা মুছে আজ একাকার,
এসো কাছাকাছি আরো সরে বসি দোঁহে !

বুকে হাত রাখো, দেখো ত সেথায় কী বান ডাকে,
তালে তালে নাচে বিপুল পুলকে পাগল ঢেউ ;
তোমার আঁখির আঁধার-মুকুরে কী ছায়া দোলে,
আমি ছাড়া তা কি সারা এ জগতে দেখিবে কেউ ?

অগাধ অকূল আলোর আকাশে মোরা ক্ষীণ বুদ্বুদ
কোথায় হারাই ঠিকানা না পাই তার ;
রাতের আঁধারে, সে ছোট আমরা বিরাটে মিশেছি যদি ;
আজিকার মতো আলো জ্বেলোনাকো আর !

আমার পরশে যদি শিরায় শিহর লাগে,
বুকে যদি জমে গাঢ় শ্বাস—
দিনের দাহন শেষে সাঁঝের ছায়ার মতো,
গায়ে টেনে দিও নীলবাস।

আমার তৃষিত আঁখি, তোমার তনুর তীরে
কেঁদে কেঁদে ফেরে দিন রাত—
যদি গো বেদনা পাও, আনন ফিরায়ে নিও,
করো না নিঠুর আঁখি পাত !

আমার না-বলা কথা ফেনায়ে বুকের তলে
দিনে দিনে হতেছে মুখর,
একটু আভাস তার যদি গো শুনিতে পাও,
বিরূপ হয়ো না আমা'পর !

আমার বিরহ-মেঘে আকাশ গিয়াছে ঢেকে,
তারা আর দেখা নাহি যায় ;
তোমার চোখের প'রে যদি তার ছায়া পড়ে,
চমকি বসিও বিছানায়।

আমার বুকের তলে, হেথা যে আঙুর ফলে,
অফুরাণ রসে টলোমল্—
হৃদয় পেয়ালা খানি তুমি পেতে ধরো রাণি,
আমি ঢালি দুটি ফোঁটা জল !

অস্ত-রবি বিদায়-রাঙা চোখে
আমার ঘরে লুকিয়ে যখন চায়,
তোমার মেঘে প্রভাত তখন জাগে,
তোমার বনে কোকিল তখন গায়!

আমার শাখায় বাতাস যখন লাগে,
কাঁটায় কাঁটায় শিহরধ্বনি ওঠে—
তোমার ছায়ায় রঙের জোয়ার আসে,
তোমার তীরে গোলাপ তখন ফোটে!

আমার হাতের বাঁশী যখন থামে,
সুরের খেয়া কূল খুঁজে না পায়,
তোমার বীণায় পুলক নেচে ওঠে,
তোমার বাণী আকাশ বেয়ে ধায়!

আমার চোখে অশ্রু যখন নামে,
ব্যথা যখন ভাষায় নাহি আঁটে;
তোমার সুরের ঝর্ণা তখন বেয়ে
রসের তরী লাগে রূপের ঘাটে—

এম্‌নি করে তোমায় আমায় সখি,
চিরদিবস চল্‌ছে আনাগোন',
দুঃখ সুখের লক্ষ আবর্ত্তনে,
তবুও কেন হয়না চেনাশোনা?

কাঁটা-তারের বেড়ায় ঘেরা পরের বাগান থেকে,
চুরি করে একটি গোলাপ ফুল,
আস্‌তেছিলাম রাস্তা দিয়ে, ভেবে আমার প্রিয়া
খোঁপায় গুঁজে বাঁধবে মাথার চুল ;

হঠাৎ বছর-পাঁচ–ছয়েকের একটি ছোট মেয়ে
দৌড়ে এসে সম্মুখেতে মোর,
হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, "আমায় দিন্‌না কি ফুল ওটা।"—
চক্ষে–মুখে রাঙা লাজের ঘোর !

আধেক খুসী, আধ অ-খুসী, ফুলটি তারে দিয়ে,
রাত্রি বেলা বসে ঘরের কোণে,
ভাব্‌তে গিয়ে মুখটি প্রিয়ার, তাহার পাশাপাশি
আর একটি মুখ ফুট্‌লো সঙ্গোপনে !

কাল সারারাতি চোখে ঘুম আসে নাই,
জেগে জেগে শুধু শুনেছি মেঘের ধ্বনি—
উতলা বাতাস লুটিয়াছে জানালায়
কানে তার ব্যথা বাজিয়াছে সারাক্ষণই !
তুমি মোর পাশে ছিলে,
সে মহা প্রলয়ে পলকের মাঝে কেন নাহি ঝাঁপ দিলে ?
যে কাঁদনে কাল আকাশ কেঁদেছে, পেয়েছো কি সাড়া তার
আমার চোখে যে মেঘ জমেছিল, জানো তার সমাচার ?
তুমি ঘুমে অচেতন,
বিবশ ব্যাকুল বাহু-ডোরে মোর করি গল-বেষ্টন ;
প্রতি ক্ষীণ শ্বাসে, কাঁপে আধো ত্রাসে, না-বলা বুকের ভাষ,
আমি জেগে জেগে গাঢ় উদ্বেগে শুণেছি সে নিঃশ্বাস !
বল নাই কোন কথা—
হায় সে মাতাল মেঘলা নিশীথে,
কী নিঠুর নীরবতা !

কাল সারা রাতি চোখে ঘুম আসে নাই,
বাহির আমারে ডেকেছিল আয়, আয়,
হু হু করে ঝড় মোরে ফিরেছিল খুঁজি ;
আমি গৃহ-কোণে আপনা লুকায়ে ছিনু শুধু আঁখি বুঁজি ;
কাল সারা রাতি মোর ভাঙ্গা বুক ছেপে,
বয়ে গেছে বেগে ক্ষ্যাপা বৈশাখী ঝড়,
কালো পাখা মেলে মরণ উড়েছে কেঁপে,
তুমি শোনো নাই তাহার আর্ত্ত স্বর !

আজি রাতি শেষে, অধীর আবেশে, বহিছে পূরবী বায়—
সোনার পালক আলোকে এলায়ে ঊষাপাখী উড়ে যায়,
আজি কি বুঝিবে, কী দারুণ রোষে
কাল সারা নিশি ভরি,
মেঘের কপোল বহি অবিরল বাদল পড়েছে ঝরি ?
আজ শুনে হাসি পায়,
কাল এসেছিল মরণ-তরণী জীবনের কিনারায় !

ওপারে ঝলকে লক্ষ রঙীণ বাতি,
এপারে গহন মেঘ-দুর্য্যোগ রাতি'
ঝর ঝর ধারা ঝরে—
ওপারের আলো শিহরি' শিহরি' এপারে আসিয়া পড়ে!
ওপারে রয়েছে সুধা—
এপারে বুকের কিনারে কিনারে কাঁদে অতৃপ্ত ক্ষুধা ;
খেয়ার তরণী নাই,
ওপারের ঘাট উৎসুক চোখে এপারের পানে চায়!

ওপার আপন সুখের স্বপনে ভোর,
এপারে ঝঞ্ঝা গরজায় সুকঠোর,
ওপারে শান্তি অগাধ-সুপ্তি-ঢালা,
এপারে বেদনা চিরজাগ্রত দুর্ব্বহ বিষ-জ্বালা—
ওপার ডাকিছে আয়,
এপার অবুঝ বুকের বাসনা গুমরিছে হতাশায়!
ওপারে সাঙ্গ শত উদ্বেগ আশা,
এপারে অকূল লোণা আঁখি জলে তল খুঁজে ফেরে ভাষা ;
ওপারে মেঘের তলে,
এপারে হারাণো আশার মাণিক
কভু নিভে, কভু জ্বলে।

ওপারে দিতেছে দোল,
এপারে লহরী নেচে' নেচে' ওঠে, প্রাণ-তরী উতরোল!

মাটীর পৃথিবী ডাকে আমাদের, আমরা মাটীর ছেলে,
স্বর্গের লোভে উন্মুখ হ'ই, যাই নাক মাটি ফেলে'—
এ মাটির বুকে ভাই,
অনাদি কালের বাহু-বন্ধনে ক্রন্দন উছলায় ;
কাঁটার শয়নে শুয়ে থাকি মোরা ফুলের স্বপন নিয়ে,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝ'রে যায় মাটীর মদিরা পিয়ে ;
কভু কা'রে ভালবাসি,
ভালবাসি কালো আঁখির চাহনি, রাঙা ঠোঁটে মিঠে হাসি ;
রূপসী প্রিয়ারে অপরূপ করি আপনার অনুরাগে,
তবু সে আদিম মাটীর গন্ধ থেকে থেকে নাকে লাগে ;
অবশেষে একদিন,
মাটীর প্রেয়সী মাটীর বক্ষে অলক্ষ্যে হয় লীন !
দেবতা ত গড়ি ঢের—
দিয়ে আশা-ভাষা ব্যথা-ভালবাসা উৎসুক মর্ম্মের,
দড়ি আর খড়, মাটী আর রঙে, রচি রূপাতীত রূপ,
বিসর্জ্জনের বাজনার সাথে সে দেবতা নিশ্চুপ্ !

স্ফুট দিবালোকে খুলি বাতায়ন, আঁধারে জ্বালাই বাতি
সাথে জাগে মাটী মায়ের মতন চির-দিবা চির-রাতি ;
প্রথম প্রভাতে নয়ন মেলিয়া, তার সাথে চেনা শোনা—
তারপর হতে চলে যুগে যুগে তারই বুকে আনাগোনা ;
তাই জিজ্ঞাসা করি—
আমারে কি তুমি ভুলে' যাবে মাটি আমি যদি বিস্মরি ?

খোলা জানলার ধারে শুয়ে আছি, হাঁসপাতাল—
বাহিরে বাতাস করে মাতামাতি, বাস-মাতাল !
বাহিরের বনে কোথায় ফুটেছে কৃষ্ণকলি,
অবুঝ বেদনা বুকে বাজে তার কিছু না বলি ;
বাহিরের গাঙে জোয়ার জেগেছে, কী কল্লোল !
ভিতরে জীবন মরণ দোলায় খেলিছে দোল্ !

বাহিরের পথে জ্বলে রোশনাই, বিবাহ চলে,
ভিতরে তাহার ছায়া এসে পড়ে প্রাচীর তলে ;
বাহিরে সানাই কাঁদে উভরায় আর্ত্তস্বরে,
ভিতরে তাহার ক্ষীণ রেশ আসে ক্ষণেক তরে—
বাহিরে জীবন আছে বহমান আদিম খাতে,
ভিতরে মরণ আনাচে-কানাচে আঁচল পাতে !

এই চির-পাতা শয্যা-বধূর বুকেতে শুয়ে'
দীর্ঘ ছ'মাস পাড়ি দিয়ে দিনু একে ও দুয়ে ;
কোন দিন রোগ এক চুল কমে, কখনো বাড়ে,
এ পোড়া অসুখ ভালবেসে মোর গলা না ছাড়ে—
তিতা-মিঠা-কড়া নানান স্বাদের ওষুধ পিয়ে,
ত্যক্ত পরাণে চেয়ে চেয়ে থাকি জনালা দিয়ে !

ভিতর উঠানে কালো করোগেট্ ছাউনী ঘেরা—
বিসূচিকা রোগে যারা সারা হয় তাদের ডেরা ;

তার বামদিকে বারাণ্ডা দেওয়া রঙীন ঘরে,
যক্ষ্মা রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মরে পুরানো জ্বরে ;
আর ঐ দূরে জাল্‌তি টাঙানো ঘরের সারি,
পচে, তাতে মরা ওয়ারিশ-হারা পুরুষ নারী !

এ হাঁসপাতালে শুয়ে থাকি, আর একলা ভাবি,
সারাটা জীবনই মিটায়েছি শুধু রোগের দাবী—
ওষুধ পথ্য খাওয়াছে কেহ আদর করি,'
কেহ বা করেছে অস্ত্রোপচার ছুরিকা ধরি' ;
বহু ক্ষত গেছে নিরাময় হয়ে রয়েছে দাগ,
বহু ব্যথা আজো আছে গাঁঠে গাঁঠে জড়ায়ে পাক।

মস্ত বিছানা বিছানো র'য়েছে আকাশ তলে,
উপরে আশার আস্‌মানী-দীপ ধিমায়ে জ্বলে ;
উৎসুক চিতে দেখি আর শুনি সুমুখে পাছে,
ভরা বেদনায় জ্বলে রোশনাই সানাই বাজে !
আজিকার ব্যাধি সেরে যেতে পারে হাঁসপাতালে,
জীবনের ব্যাধি সরিবার নয় জীবন কালে ;

আট বছরের প্যানপেনে মেয়ে, ধুলো-কাদা নিয়ে খেলে'—
সিক্‌নি মাখানো ঝিনুকে নোলক নাকে,
ছেঁড়া ফ্রক্‌ প'রে পড়িবার ঘরে যখন তখন আসে।
আমি আধুনিক কবি,
মাসিকেতে লিখি গল্প-কবিতা, সমালোচনাও করি,
চাক্‌রী জোটেনা, মুরিয়েল্‌ ফুঁকি, আর ব'সে ব'সে ভাবি,
এদেশে কি আছে কবির আদর? দেশটা নেহাৎ ওঁছা!
টুনী এসে বলে, অলকেশ দাদা শ্লেটে দাও ছবি এঁকে,
খুব বড় দেখে একটা হাতীর ছবি—
আমি বলি যা যা করিস্‌নে জ্বালাতন,
ছাড়িবার মেয়ে নয় সে ওদের টুনী।
আল্‌মারী হ'তে ক'বতার খাতা টুনী টেনে বার করে,
স্বর ক'রে সুরু করে সে কবিতা পড়া—
'ভালোবাসি সখি' অম্নি তাহারে ধমকে করাই চুপ!
কোন দিন এসে আব্দার ধরে, একটা গল্প বলো,
রাক্ষস নয় ভূতের গল্প, যা'তে খুব লাগে ভয়—
আদ্ধেক রাতে ঘুম ভেঙে যাতে ছম্‌ ছম্‌ করে গা-টা।
বলি তারে পাজি মেয়ে,
লেখা পড়া সবই তোর খেজালতে দিতে হবে নাকি ছেড়ে?
টুনীর সেদিকে দৃকপাত নেই, তবু সে বায়না ধরে,
দাও দাদা সেই গানটা শিখিয়ে, 'প্রলয় নাচন' নাকি,
আর সেই যেটা সবিতা দিদির বিবাহেতে গেয়েছিলে।

প্যারাডাইস্‌ লষ্ট্‌

মনে মনে ভাবি আচ্ছা আপদ বটে,
শনির মতন সকাল-সন্ধ্যা স্কন্ধে ক'রেছে ভর্।
অভিমানে টুনী ঘর ছেড়ে চ'লে যায়,
ডাগর তাহার দু'টি কালো চোখ ছল্ ছল্ করে জলে ;
একবার ভাবি ডেকে আনি কাছে, আবার কি ভেবে থামি
গিয়েছে ত যাক্, একটু রেহাই পাই !
এম্নি ক'রেই পাঁচ সাত মাস ক্রমে হ'য়ে গেল পার,
একদা বিকেলে খাসা সেজেগুজে টুনী এসে ব'লে যায়,
জানো দাদা আজ বৌবাজারেতে আমরা যেতেছি উঠে !
টুনীরা ত চ'লে গেল,
সামের বাড়ী ফাঁকা প'ড়ে থাকে, ভাড়াটে জোটেনা কেউ,
সেদিকে তাকালে মেয়েটার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়—
অবশেষে সব বেমালুম্ গেনু ভুলে।

আটটি বছর পরে,
পেয়েছি একটি প্রফেসারী কাজ সিটি কলেজেতে আমি ;
বিবাহ করিনি, বিবাহের পরে আস্থা বিশেষ নেই,
মেয়েদের তরে লুব্ধতা আছে, দাগা আছে তারো বড়—
একটি মেয়েকে খুবই ভালোবেসেছিনু ;
আমারি বন্ধু দীনেশ বসুকে সে যেদিন করে বিয়ে,
সেদিন ক'রেছি জন্মের মতো মেয়েদের বয়কট্ !

সেটা বোধ করি রবিবার, নয় কোন পর্ব্বের দিন,
কলেজ বন্ধ ; বিকেলের দিকে ঘরে শুয়ে প'ড়ে আছি
অবিবাহিতের শৃঙ্খলাহীন হাজারো ভাবনা নিয়ে,
এমন সময়ে বৌদির সাথে, আমারি পড়ার ঘরে
ষোল-সতেরোর একটি তরুণী এলো ;
খুব খাসা নয়, তা হলেও তার ভঙ্গীটি অপরূপ,
সেদিকে তাকালে দু'চোখ ফেরানো দায় !
কুঁচিয়ে প'রেছে জাফ্‌রাণী শাড়ী, জরীর নাগ্‌রা পায়ে,
দুটি ব্রেস্‌লেট্‌ হাতে—
এলোমেলো চুল খোলো খোলো হ'য়ে বুকে মুখে পড়ে আছে
লজ্জা-রাঙানো মিষ্টি হাসিটি ঠোঁটে—
বৌদির পানে জিজ্ঞাসু চোখে চাই :
বৌদি বলেন, চিন্‌তে পারোনি ? ওযে আমাদের টুনু !
ভাবিলাম বলি দু'চারিটা কথা দাদামহাশয়ী চালে,
কিরে টুনী তুই এত বড় হ'লি কবে ?
কোথায় কি যেন তাল কেটে যায়, মুখে কথা আসে নাক'—
মনে মনে ভাবি সেদিনের সেই টুনী,
তার চোখে আজ কোথা হ'তে এল এতখানি উল্লাস ?
সারা দেহ ব্যাপি তড়িতের খেলা একি দেখি অচপল ?
সেদিনের টুনী ফ্রক্‌ ছেড়ে আজ ধ'রেছে সেমিজ-শাড়ী,
তনুর কিনারে বাজে রুনু রুনু অতনুর মঞ্জীর,
প্রতি পদপাতে উচ্‌লায়ে পড়ে অসীমের বিস্ময় !
নোংরা সে টুনী আজিকার টুনুরাণী !

সেদিন ছিল সে সহজ সুলভ অতি—
শত অবহেলা ভৎর্সনা হেনে হাঁকায়ে দিয়েছি তারে,
সরলা বালিকা তবু সে আমারি ছিল—
আজ দুজনার মাঝখানে এক পাহাড় তুলেছে মাথা,
মুখরা সে টুনী নীরবে দাঁড়ায়ে বৌদির কোল ঘেঁষে ;
সহজ হাসিয়া ভাবি কথা কই, মুখে কথা বেধে যায় !
অতীত দিনের অনাদর মনে ক'রে,
আজ যদি তারে আদর জানাই আইনে বাধে তা বেধে।
টুনীও কয়না কথা ;
আজ সেদিনের অলকেশ দাদা, শুধু অলকেশও নয় ?
আজ যদি টুনী ছবি একে নিতে চায়,
শুধু হাতী কেন, গোটা আফ্রিকা কাগজেতে এঁকে ফেলি ;
যদি বলে গান গাও,
দাশু রায় থেকে কাজি নজরুল কারুকে দিইনে ছেড়ে—
আর যদি বলে গল্প শোনাও, তা'হলে কি করে জানো ?
যাক্‌গে সে কথা......দু'মিনিট্‌ পরে টুনী উঠে চ'লে যায় ;
নিঃশ্বাস ফেলে ফের্‌ পাশ ফিরে শুই,
মাথার শিয়রে জানালাটা খুলে দিই,
ঝাঁ ঝাঁ করা রোদে হা হা ক'রে কাঁদে টুনীদের বাড়ীখানা,
আর কাঁদে বুকে বোবা বেদনায় অতীত দিনের স্মৃতি !

প্যারাডাইস্‌ লষ্ট্‌

কালো এলো চুলে কবরী বেঁধো না, এলানো থাক—
রঙচঙে শাড়ী, নক্‌সী সেমিজে কাজ কি আছে?
সাদামাটা সাজে খোলা ময়দানে বেড়াবে চলো!
চশমাটা নেবে? দেখ্‌তে পাবেনা? আচ্ছা নেবে ত নাও—
না, না, কাজ নেই—খালি চোখে দেখো রাত্রি বেলা,
আভরণহীনা ধরণীর রূপ তোমারি মতো।

মাথার উপরে হাবুডুবু খায় তারার আলো,
হাজার হাজার পিয়াসী চোখের দিঠির মতো;
ঘন ঘোর ছায়া সমুখে পিছনে, বিজন মাঠ,
একটা কি দু'টো পিঁপুল শিমুল নয়ত ঝাউ
আকাশের লেখা অচপল চোখে প'ড়্‌ছে শুধু।

এ ধারে ও ধারে চোখ মেলো দেখি......দেখ্‌তে পাও,
দূরে দূরে জলে পথের আলোক, ফ্যাকাশে নীল?
এস্‌প্ল্যানেডের ট্রামবাস্‌ আর গাড়ীর রোল,
যেন কারো চাপা আর্ত্ত রোদন, শুন্‌তে পাও?

পৃথিবীর সীমা শেষ হ'য়ে গেছে ওই হোথায়—
যেখানে র'য়েছে আলো-গতি আর হট্টগোল,
এখানে অতল গভীর আঁধার, ধোঁয়ার দেশ;
ঘাসে ঘাসে বাজে পরীর পাখার হাল্কা রব
শিশির চোঁয়ানো ঠাণ্ডা বায়ুর দীর্ঘশ্বাস;
এর মাঝে মোরা দুটি পলাতক ভাব-বিধুর!

এক রাত্রি

ওটা বারে বারে দেখ্‌ছ' কি দেখি ? ওঃ ঘড়ী..
ওটা কেন নিলে ? দাও ফেলে দাও লক্ষ্মীটি !
অসীম সময় ব'য়ে চ'লে যায় অলক্ষিতে,
তার দ্রুত পায়ে ঘড়ীর ঘুঙুর কখনো সাজে ?
টিক্ টিক্ ক'রে মহাকাল সাথে এ তাল রাখা ?
তার চেয়ে এই খোলা ময়দান, নিরালা রাত,
একটি নিশির দিগন্ত-জোড়া অনন্ত পরমায়ু—
এর মাঝখানে এসো পাশাপাশি আমরা বসি ;
অসীম সময়, অনন্ত কাল, ছোট্ট নদীর মতো
পা'র তলা দিয়ে ঝির্ ঝির্ ক'রে গড়িয়ে গড়িয়ে যাক্
একটু বেড়াবে ? বেশ তাই করো, পাতার আড়ে
রাতের আকাশ ঢাকা প'ড়ে আছে ; যায় না দেখা,
কোথা হাইকোর্ট, মনুমেণ্ট্ আর লাট-প্রাসাদ...
সব্ ডুবে গেছে তিমির-প্লাবনে অবচ্ছেদে ।
মরণের মতো রাত্রি নেমেছে ধরার চোখে,
আমাদেরও চোখে প'ড়েছে তাহার একটু ছায়া ;
সীমাহীন এই বিশাল পৃথিবী ছোট্ট হ'য়ে,
মুঠোর ভেতর ধরা প'ড়ে গেছে হায় কখন !
লাগ্‌ছে না ভালো ? কেন বলো দেখি ? রইবে চুপ ?
বেশ তাই থাকি, তুমি কথা বলো, অনেক কথা ;
বিজন আঁধারে ফুটুক্ কথার সোণালী ফুল,
যত ভুলে-যাওয়া ভুল-ক'রে-বলা কথা !
রাতের কুয়াসা জড়ায়ে র'য়েছে ঘাসের শীষে,
সলাজ শিশির তার পাশে পাশে ফির্‌ছে কেঁদে,

তুমি তারি মতো চুপ ক'রে রবে ? গাও না গান—
মানস-মরাল লঘু পাখা মেলে ভাব-উধাও
উড়ে চ'লে যাক্ বিমূঢ় বিলাসে নির্নিমিখ !
ধূলার ধরায় দেহ প'ড়ে রবে ? থাক্ না কেন—
আজকের রাতে, আকাশের সাথে, মিতালী করো !
দেখ্‌ছ' ওদিকে ফিঁকে হ'য়ে আসে পুব-কিনার,
আধ ফালি চাঁদ তুহিন শীতল তন্দ্রালস,
ঝিমায় এখনো গীর্জ্জা চূড়ায় নেশায় চুর—
গায়ে লাগে যেন ভোরের বাতাস হিম-কাতর ;
কে জানে কখন থেমেছে পথের হট্টগোল !
আজকের রাত শেষ হ'য়ে গেলে অকস্মাৎ
কোন ক্ষোভ রবে ? দিনের আলোয় প'ড়বে মনে,
দু'জনে আমরা লিখ্‌ছি আজকে কবিতা যে'টি
পরস্পরের অনুরাগ দিয়ে উদাসী রাতে ?

কেল্লা-ফটকে জ্ব'ল্‌ছে এখনো নিশানী আলো,
দূরে দূরে ঝু'র ঝিঁঝিঁর নূপুরে ঘুমের মায়া ;
এত অনায়াসে শেষ হ'য়ে যাবে এমন রাত ?
রূঢ় অকরুণ অরুণ আলোক উঠ্‌বে ফুটে.
রাতের সিঁথায় ঠিক ভোর বেলা অতর্কিতে !
রাত্রের কথা মিছে হ'য়ে যাবে সব তখন ?
শুধু মনে হবে কোথায় কি যেন ক'রেছো ভুল
নিরালা নিশীথে, নির্জ্জন মাঠে, একদা এসে ?
হায়' জীবন !

আমি যখন পড়্‌বো ঝরে,
শিশির-ভেজা ঘাসের 'পরে,
তোমরা যেন কেউ তুলো না মোরে
পারো যদি শিউলী তলায়,
শ্রাবণদিনের সন্ধ্যাবেলায়,
শুইয়ে রেখো চোখের আড়াল ক'রে!
বর্ষা-ঝরা থাম্‌বে যখন,
আপনি আমি জাগ্‌বো তখন,
গভীর রাতে গান শোনাবো ব'লে;
তন্দ্রা-ভাঙা পাখীর ডাকে,
সবুজ পাতার সজল ফাঁকে,
খুসীর হাওয়ায় প'ড়্‌বো ঢ'লে ঢ'লে!
শিথিল বোঁটা শিউলী রাশি,
ছুঁড়্‌বে গায়ে হাজার হাসি,
চিন্‌বে না কেউ গোপন রবো আমি—
কাজল টানা চোখের কোণে,
কে জানে কোন্ সঙ্গোপনে,
পরীর চুমা আসবে ধীরে নামি!
আকাশ মোরে ডাক্‌বে যত,
হাস্‌বো আমি অবিরত,
বুঝ্‌বে না কেউ হাস্‌ছি কিসের তরে,
জ্যোছ্‌না এসে ধীরে ধীরে,
হাত বুলাবে ক্লান্ত শিরে,
গুঞ্জ্‌বে ভ্রমর কাঁদন-ভরা স্বরে!

গহন বনের অতল তলে,
রইবো আমি কুতূহলে,
তোমরা সবাই খুঁজ্‌বে চারি পাশে ;
পাবে না কেউ দেখ্‌তে মোরে,
থাক্‌বো আমি লুকিয়ে পড়ে,
ঝরে পড়া শুক্‌নো পাতার রাশে—
রাঙিয়ে দিয়ে আকাশ কালো,
ফুটবে যখন উষার আলো,
বন-বাগানে বাজ্‌বে যখন বাঁশী;
বুকের মাঝে গন্ধ রেখে,
আপনারে ফেল্‌বো ঢেকে,
খুঁজ্‌বে না কেউ আর আমারে আসি !

দুই চারি দিন সকাল বেলা,
প্রজাপতি কর্‌বে খেলা,
মোর সমাধির পাষাণ-বেদী ঘিরে;
তারপরে কার অলস চুমে,
পড়্‌বো লুটে অঘোর ঘুমে,
জগৎ হতে হারিয়ে যাবো ধীরে !

নারী

যখন আকাশ ওঠে জেগে
মাদল-ছন্দে
বাতাস মেতে যায়
মহুয়া-গন্ধে—
শালের ফুল ফুটে,
বনের ঘুম টুটে,
আমরা নাচি গায়
উছল আনন্দে!

পুরুষ

কোদালী কাঁধে ল'য়ে আমরা মাঠে যাই,
সাঁঝেতে ফিরে আসি ঘর;
বিলের পার হ'তে চোলাই-করা মদ
বহিয়া আনি থরে থর;
তোদের মুখ পানে চেয়ে,
আমরা নাচি গান গেয়ে,
বুকের যত আশা রঙীন আঁখি দিয়ে
উছলি পড়ে দর দর্!

নারী

কুড়াতে কুর্চির ফুল,
উড়ায়ে দিয়ে কাল চুল,
কোমর ধরাধরি, সোহাগে জড়াজড়ি,
আমরা যাই মস্‌গুল!

ছোবানো শাড়ীগুলি,
কখন পড়ে খুলি,
সে কথা হ'য়ে যায় ভুল !

পুরুষ

চাঁদের বাঁকা আলো
পিয়াল তাল বন ঘেঁসে,
যখন নামে ধীরে
সোনার মতো হাসি হেসে :
ভালুক ছাড়ে হাঁক,
মহুয়া ঝরে :
বাঁধের কালো বাঁক,
আঁধারে ভরে ;
তোদের মুখে থাই চুম,
চোখেতে নাহি পায় ঘুম,
বাঁশীর মিঠে সুর, মাদল ডিমি ডিমি,
বাতাসে যায় ভেসে ভেসে !

নারী

দাঁড়ায়ে এক সারি
কোমর ধ'রে,
ঝুমুর প'রে পা'য়
নাচি গো জোরে—

মোরগ যদি ডাকে ডাকুক সে—
মরণ যদি থাকে থাকুক সে,
চলুক নাচ-গান, বাঁশীর মিঠে তান,
মহুয়া-মদির ভোরে !

পুরুষ নারী

আয়গো ধরাধরি করিয়ে হাত,
আমরা নাচি গাই সারাটা রাত,
কেবল নাচি গাই সারাটা রাত !

এ কি রূপ, রূপনারায়ণ ?
কূলে-কূলে ফুলে' তব উন্মত্ত যৌবন,
আকুল আগ্রহভরা মিলনের আশে,
বাড়ায়ে সহস্র বাহু সান্ধ্য-আকাশে ;
দুরন্ত বিদ্রোহ তা'র সহিতে না পারি,
সমগ্র দিগন্ত যেন উঠিছে চীৎকারি',
মুহুর্মুহুঃ শঙ্কাতুর সকরুণ বাণী,
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, পরাভব মানি।

যেদিকে তাকাই, দেখি, শুধু জল জল,
সুনীল ফেনিল বক্র উদ্দাম উচ্ছল,
উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ সাথে ক্রুদ্ধ অট্টহাসে
করিতেছে মাতামাতি—কেন কা'র আশে
এত উন্মাদনা তব ওগো তৃষাতুর ?
অন্তরীক্ষে দেখি চেয়ে, দূর বহু দূর,
নিঃসঙ্গ শূন্যতা ল'য়ে কেহ ত দাঁড়ায়ে
তব পানে চেয়ে নাই, আগ্রহে বাড়ায়ে
বুভুক্ষিত দু'টি বাহু, হাসে তারাদল
সন্ধ্যাকাশে, অরণ্যেতে হাসে ফুল ফল,
মর্ম্মরিত উত্তরের উন্মত্ত বাতাস
হাহা ক'রে হেসে যায় শুষ্ক রুক্ষ হাস
শুষ্ক উপকূলে তব ; গাঢ় অন্ধকারে,
অবসন্ন দিনান্তের মৌন পারাবারে

সুপ্তসুপ্ত দিগঙ্গনা ; ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী
উড়ে যায় নিজ নিজ কুলায়েতে ডাকি
আপন আপন সহচরে ; রজনীর
ধূসর কুন্তল 'পরে ঘনায় তিমির !
শুধু তব নাহি শান্তি—এ কী অহরহ
অশান্ত পিপাসা প্রাণে ? কোন্ বাণী কহ'
অমন অস্ফুট ক্ষুব্ধ ক্রন্দনের স্বরে,
কাঁপায়ে নক্ষত্র-লোক, সাড়া সৃষ্টি জুড়ে'
জাগায়ে প্রলয় নৃত্য, কার অন্বেষণে
বেড়াও বিদ্রোহ-বার্ত্তা উচ্চারি সঘনে ?
কা'রে খোঁজো সারা বিশ্বে, ওগো সর্ব্বহারা
ওগো রিক্ত, ওগো ব্যর্থ, সকল সাহারা—

দুর্ব্বার বুভুক্ষা তব অশান্ত দুর্জ্জয়,
দুঃসহ প্রকাশ তা'র প্রলাপোক্তিময় ।

প্রতিদিন বেলা শেষে, আসন্ন সন্ধ্যায়,
পল্লবিত বনানীর নিস্তব্ধছায়ায়,
এই যে ঝরিয়া যায় সংখ্যাতীত ফুল
আপন সৌন্দর্য্য ল'য়ে বেদনা-ব্যাকুল
চঞ্চল সুরভি-রাগে, মৌন নত মুখে,
স্নেহহীন সুকঠিন ধরণীর বুকে,
হে নিষ্ঠুর, ভাবো সে কি নিতান্ত নিষ্ফল ?
হিল্লোলিত প্রভাতের আনন্দ উচ্ছল,
তাদেরো কি বরে নাই নিমেষের তরে
চির অমরতা দিয়ে ? তুলি প্রেম ভরে,
শ্যামল অঞ্চল প্রান্তে কেহ গাঁথে নাই
মোহন মিলন-মালা, তারা বৃথা তাই ?

বঞ্জুল বীথিকাতলে ক্লান্ত বায়ু বশে,
নিঃশঙ্ক সঙ্কোচ ভরে দিবসে দিবসে
হেলায় ঝরিয়া গেছে, কেহ কোন দিন
ধূসর উষর সেই ব্যথিত বিলীন
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস শোনে নাই ব'লে,
ভাবো বুঝি, বৃথা তারা অরণ্যের কোলে
প্রভাতে ফুটিয়া ওঠে, সাঁঝে ঝ'রে যায়,
প্রকাণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ডের কিবা ক্ষতি তায় ?
অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, তাহাদের সাথে
ধরণীর প্রাণগত সম্বিৎ-সভাতে

ভাবো বুঝি ক্ষীণতম নাহি কোন যোগ ?
ওদের জীবন শুধু নিষ্ফল দুর্ভোগ !
হায় ভ্রান্ত ! ওই তুচ্ছ ছোট ফলগুলি,
কোথা হতে এলো ওরা ? লক্ষ বাহু তুলি
একদিন সারা বিশ্ব, এসো এসো, ব'লে
ডেকেছিল তা সবারে : বসন্ত-হিল্লোলে
রোমাঞ্চিত বনাঞ্চল ব্যথিত বিধুর,
অভ্যগ্র সঙ্কেত ভরে আনন্দের সুর
তুলেছিল তা সবার মঙ্গল-আহ্বানে ;
তাই তারা ছায়াচ্ছন্ন নিশি-অবসানে
সহসা উঠেছে ফুটি, দ্যুলোকে ভূলোকে,
অখণ্ড সৌন্দর্য্যচ্ছটা ছড়ায়ে পলকে !

দিবস চলিয়া যায়, মৌন অন্ধকার,
অবসন্ন কলরব, নির্ব্বাত পাথার,
কেহ ত বোঝে না কোন্ প্রচ্ছন্ন ব্যথায়
মুহূর্ত্তের সমুজ্জ্বল জীবন-লীলায়
মদির বিহ্বল প্রাণে ফুটে ওঠে তারা,
স্বপ্নের সপ্তম স্বর্গে হ'য়ে যেতে হারা !
ঊষার শিশির স্পর্শ অরুণ-কিরণ,
উতলা দক্ষিণ বায়ু, মধুপ-গুঞ্জন,

অস্ফুট কাকলী-গান, মর্ম্মর-সঙ্কার,
অব্যক্ত ব্যথার মতো শুধু বার বার
বেজে ওঠে তন্দ্রাহত তাহাদের দ্বারে ;
সেই নিমেষের সংজ্ঞা, বিপুল সংসারে,
দিয়ে যায় সীমাহীন শূন্যতার বুকে
একটি প্রাণের বার্ত্তা ; কত দুঃখে-সুখে,
কত যুগ যুগান্তের প্রতীক্ষার ফলে,
ফোটে ফুল উচ্চকিত আকাশের তলে

খোলো খোলো লজ্জাবাস, সাজসজ্জে কিবা কাজ আর ?
পুরাতনী প্রেয়সী আমার, কোথা লজ্জা তোমার আমার ?
যে রূপের কটাক্ষ-প্রভাবে ত্রিভুবন ছিল মাতোয়ালা,
ধরো আজি সেই রূপ নারি, সাজো শ্বেতশতদলবালা।
অঞ্চল চঞ্চল বায়ু দূরে থাক্ নিয়ে উড়াইয়া,
উলঙ্গিনি, এসো তুমি নাচি', মঞ্জীর চরণে জড়াইয়া ;
ফুল্ল কুসুমের মালা দুলুক্ ও বঙ্কিম গলায়,
কৃষ্ণতার দু'টি আঁখি মেলি দাঁড়াও ত অশোক তলায় ;
তব স্নিগ্ধ তনুরুচি টুকু দেখি আমি নয়ন ভরিয়া,
আপনার নগ্ন রূপ হেরি' যেয়ো নাক' সরমে মরিয়া ;

জানো না কি উলঙ্গ উর্ব্বশী, পুরূরবে করিতে পাগল,
পেতেছিল প্রণয়ের ফাঁদ, মুক্ত করি দেহের আগল ?
জানো নাকি মেনকার উরু, বিশ্বামিত্রে করিল অধীর,
সেই তুমি রূপসী রমণী, অপরূপ সুন্দর শরীর !
সেই তব দুটি পয়োধর ফুটি' আছে কদমের মতো,
লাজ-রক্ত কপোলের পাশে মধু আশে মধুকর কত !
সেই তব বিলোল আঁচল, দুলিতেছে স্কন্ধের উপর,
এলায়েছো উতল পবনে মেঘ-কালো অলক সুন্দর ;
উপবনে হাসিছে কলিকা, সেই মতো জ্যোছনা-পরশে
নিশীথিনী উদাস উধাও তব রূপ-মাধুরী দরশে—
সবই আছে সেদিনের মতো শোভাময় প্রকৃতি-ভবনে
তুমি-আমি রয়েছি ত আজো, তন্দ্রাতুর প্রণয়-স্বপনে

সেদিনও কি ছিলে নাক প্রিয়ে, মুকুলিতা লতিকার মতো,
রেণুমাখা ফুল-পয়োধরে, দিবানিশি লাজে অবনত ?
ছিলে না কি ব্রজবালা হয়ে, কণ্ঠমগ্না কালিন্দী সলিলে,
চঞ্চল চরণে তীরে উঠি লাজ-অঙ্গ করে আচ্ছাদিলে ?
সীমাহারা আকাশের কোলে, মেঘমালা পরিয়া চরণে,
ছায়াপথে খেলিতে সাঁতার, ছিলে নাকি তারকার সনে ?
বিস্মৃত সে বসন্তের প্রাতে, আমি শ্যাম, তুমি গো রাধিকা,
আমি শশী, তুমি লো রোহিণী, প্রাণভরা প্রাণের সাধিকা :
চির সাথী তুমি লো আমার, চির যুগ যুগান্তর ধরি',
হেরিয়াছি সৌন্দর্য্য তোমার পিপাসিত আঁখি তৃপ্ত করি' ;
চির যুগ যুগান্তর ধরি স্পর্শিয়াছি তব স্নিগ্ধ তনু
করিয়াছে উতলা দু'জনে প্রাণ-চোরা তীক্ষ্ণ ফুলধনু !

যবে তুমি বায়ু-স্রোতে দুলি, চলে যেতে উল্লাসে নাচিয়া,
হেরিতাম সে মাধুরী আমি, বনান্তরে লুকায়ে থাকিয়া ;
যবে তুমি সরোবর তীরে একাকিনী করিয়া গমন,
প্রবেশিতে সলিলের কোলে, তীরে রাখি অঙ্গের বসন,
তখন সে নিরজনে আমি, উঠি' তার তরুবর শিরে,
হেরিতাম প্রতি অঙ্গ তব, সলালস আঁখি মেলি ধীরে।
তারপর সদ্যস্নাতা তুমি, পদ্মাসনা পদ্মিনীর মতো,
কুবলয় মৃণালে সাজিয়া কালো জলে শোভিতে বা কত।
দক্ষিণ চরণ সোপানেতে, বামপদ নিমজ্জিত জলে,
অকস্মাৎ উপস্থিত আমি, সম্মুখেতে সিনানের ছলে !

লাজে হয়ে অবনতমুখী, ধরিতে কী অপরূপ শোভা,
হাসি হাসি চুমিতাম আমি ও অধর মধু মনোলোভা।
যবে তুমি জ্যোছনা নিশীথে, উপবনে সুষুপ্তি মগন,
চন্দ্রালোক পরিয়া ললাটে অভিসারে সাজিত গগন।
তখন একাকী আমি, আসি তব শিথানের পাশে,
হেরিতাম মুখখানি তব উচ্ছলিত ফুল্ল ফুল-হাসে!
পরণের সুনীল শাটীকা খ'সে গেছে কম তনু হতে,
ভাসিতেছে নলিনীর মতো শুভ্র জ্যোৎস্নাজোয়ারের স্রোতে
রাখি লঘু বাম করতল কমনীয় ক্ষীণ কটী-তটে,
বিজড়িত শিথিল আঁচলে, স্তব্ধ যেন আঁকা চিত্রপটে।
বহুক্ষণ দু'নয়ন ভরি' হেরি' রূপ-মাধুরী বিকাশ,
ক্ষুন্ন মনে যাইতাম চলি বিমোচিয়া ব্যাপিত নিশ্বাস।

তাই বলি শুন লো ললনে, তুমি মোরে কী করিছ লাজ?
দূরে ফ্যালো অঙ্গের বসন, ধরো সেই পুরাতন সাজ;
স্বচ্ছজলে শৈবালের মতো পরিচিত মূরতি ধরিয়া,
এসো নাচি খঞ্জন সদৃশ হাস্যলাস্যে অধর ভরিয়া;
মৃণালের বলয় দু'করে, গলে পরি কমলের মালা,
প্রস্ফুটিত শিরিষ কুসুমে সাজাইয়া এসো ফুল-ডালা,
সুনীল ওড়না ফেলি কাঁধে, উড়াইয়া বায়ুর হিল্লোলে—
কুচযুগে জড়াইয়া ফুল, এসো সান্ধ্য জলের কল্লোলে।
শত শত পুরূরবা পাশে নাচিবে লো বাহু আস্ফালিয়া,
অসংবৃতে, এসো লো, উল্লাসে তালে তালে চরণ ফেলিয়া

তোমার ও কোমল চরণ পরশিলে পুণ্য হবে রেণু,
ছাপাইয়া সন্ধ্যার গগন বাজিবে আমার বন-বেণু ;
সেই মতো দু'কর প্রসারি, টানি লবো তোমা তপ্ত বুকে,
সেই মতো পাগল পুলকে শত শত চুমা দিব মুখে ;
শ্যাম শস্য নত করি শির রবে স্তব্ধ মর্ম্মহত লাজে,
না চাহিবে কেহ তব পানে, চ'লে যাবে নিজ নিজ কাজে ;
একা আমি রূপের পূজারী, বসি রবো শুধু তব আশে,
দুটি আঁখি করি নিমীলিত মুকুলিত বনবীথি পাশে ;
যবে শ্লথ শ্রবণ ব্যাপিয়া, চমকিবে তব পদধ্বনি,
নব রূপে হেরিব তোমায়, পুরাতনী, মোর উলঙ্গিনী !

মধু চাই, মধু, মধুর কণ্ঠ, আমার দ্বারের কাছে,
বিষে-ভরা এই গ্রীষ্ম দুপুর, মধু এর কোথা আছে?
বাতাসের মুখে অগ্নি-কণিকা, উড়িছে ঘূর্ণী বায়ু,
গলিত পিচের বুকে গুমরায় শকটের পরমায়ু;
উদ্দাম গতি জীবন চ'লেছে, মরণের অভিসারে,
তারি চরণের তুমুল নিনাদ কানে লাগে বারে বারে—
ভরা দু'পহরে ঘরে শুয়ে আছি, বন্ধ করিয়া খিল,
বসি চিলেছাদে একটানা সুরে ফুকারে তৃষিত চিল্।
হাতে কাজ নাই, ঘুম নাহি আসে, ঝালা পালা লাগে বড়
হঠাৎ দুয়ারে মধু চাই, মধু, কণ্ঠ মধুরতর।

মনে হল যেন ঐ ক্ষীণস্বর আকাশের তীর হতে,
বরষার লিপি বয়ে নিয়ে এলো গ্রীষ্মের বায়ু-স্রোতে

দরজা খুলিয়া নীচে নেমে আসি, ঝাঁ। ঝাঁ। রোদে দেখি চেয়ে
মধু-পসারিণী মোর দ্বারে এক রূপসী ইরাণী মেয়ে—
পৃষ্ঠে এলানো ফণী-সম বেণী, ঢলো ঢলো দেহ-লতা,
রঙীন ঘাঘ্‌রা লুটায়ে দু'পায়ে যেন কহে কত কথা;
বক্ষে দুলানো তীক্ষ্ণ ছুরিকা, রোদে জ্বলে ঝক্‌মকে,
তারি অনুরূপ দীপ্ত চাহনি দুটি ঘন কালো চোখে।
খর রবি করে রাঙা মুখ তার, মধুর পসরা শিরে,
স্বর্গের মধু এনেছে কি ব'য়ে এ বিষ-বারিধি তীরে।

চেয়ে তার পানে দু'নয়ন ছেপে নেমে আসে জলধার,
সঙ্কেতে তা'রে করি অনুনয়, এক তিল দাঁড়াবার।
বলি তারে বালা, জ্ব'লে পুড়ে' গেল বুকখানা দুনিয়ার,
তুমি কি বহিছ মধুর পসরা তাই জ্বালা জুড়াবার?
কত পথ তুমি এলে পাড়ি দিয়ে, আরো কত পথ যাবে,
এ জীবন ভোর যারে খুঁজিয়াছ' তার সন্ধান পাবে?
সাহারার বুকে ধূ ধূ-করা রোদে, ক'রেছো কি মধু ফেরী?
তারি আগুনের সোনালী আমেজ আজো তাই তনু ঘেরি
ইরাণের কোন্ ফণী-ঘেরা বাগে, মৌমাছি বাঁধে চাক,
তারি মধু এনে' আমার দুয়ারে অসময়ে দিলে ডাক?
আমি যে পিয়াসী, চির মরুচারী, কেমনে চিনিলে মোরে?
জ্যৈষ্ঠ দুপুরে মধু নিয়ে এলে তাই কি আমার দোরে?
অথবা জীবন বিষে খাক্ হ'ল, তাই খুঁজে ফেরো মধু?
মধুর কলসী মাথায় বহিছ' বঞ্চনা তাহা বধূ!

বোঝে না সে কথা, শুধু চেয়ে রয় মেলি' দুটি কালো চোখ
সে চোখে চাহিয়া মনে ভেসে ওঠে আষাঢ়ের মেঘ-লোক—
ধীরে চ'লে যায় উঠান বাহিয়া, মনে হয় ফিরে ডাকি,
ডাকিলে তাহারে ফিরাতে কি পারি? তাই শুধু চেয়ে থাকি

সে নহে সোনার পিঞ্জরে পোষা রঙমহালের শারী,
সে পথ চারিণী, মধু-পসারিণী, রূপসী ইরাণী নারী:

কেনানী মরুর মরসুমী ফুল, হাল্কা হাওয়ায় ভেসে'
রাজা হারুণের হারেম্ হইতে, হেথা সে দাঁড়ালো এসে ;
লাখো অমানিশা কেঁদে ফেরে' তার কুঞ্চিত কালো চুলে,
তারি লাবণ্য উচ্ছ্বসি উঠে ফোটা বোস্‌রাই গুলে ;
তাতার বাঁদীর বাঁধা সারেঙ্গী বাজে তারি পিছে পিছে,
মর্ম্মর-মোড়া প্রাসাদাঙ্গণে যৌবন হ'ল মিছে।
বেদরদী কোন্ বাদ্‌শা বঁধুর অপলক আঁখি-সুধা,
অধর-কিনারে তিল ছোঁয়া দিয়ে জাগালো অসীম ক্ষুধা—
চির-না-পাওয়ার সে পিপাসা আজ পথে পথে ফুকরায়;
জৈষ্ঠ দুপুরে বাজে তারি রেশ, মধু চাই, মধু চাই!

ওরা কভু ভালোবাসে!
ওই জড় মাংসপিণ্ড—নগ্ন লালসার
লালায়িত অন্ধকূপ;
ঘর্ম্ম-ক্লেদ-লালা-ক্লিষ্ট ফেনময়ী মদন-মদিরা,
মূর্ত্তিময়ী মৃত্যুচ্ছায়া;
উগ্রগন্ধী অগ্নি-বাষ্প, গতিশীল শ্বাপদের ক্ষুধা,
তীক্ষ্ণ নখ, লোল জিহ্বা, ধূমায়িত কলুষ নিশ্বাস—
কামনার কালিদহ,
নিয়ত ফেনায় যাহে মেঘস্পর্শী বিষাক্ত বুদ্বুদ
ওঠে ঊর্ম্মি দাহময় মৃত্যুময় বিবর্ণ পাণ্ডুর—
ওর তলে আছে প্রাণ?

কোন্ অন্ধকার অদৃশ্য পাষাণ-তলে, জ্বলে অনির্ব্বাণ
ভীরু সে প্রদীপ-শিখা (প্রেম যারে বলে);
যার প্রভা লাগি'
উদ্ভ্রান্ত পতঙ্গ সম, পক্ষ লক্ষ মেলি'
দলে দলে আসে প্রাণ,
গুঞ্জরিয়া উল্লাসে-বিলাসে—
ফিরে যেতে দগ্ধপক্ষ, হৃতদ্যুতি লুণ্ঠিত-গৌরব,
কক্ষচ্যুত উল্কা সম অতল পাতালে—
অসংবৃত গতি-বেগে, প্রতিহত দেহের দেউলে!

আমার জীবনে
ওরা শুধু এলো গেলো—নির্ম্মেঘ নির্ম্মল নীলাকাশে

কেহ শান্ত শুকতারা, মেঘ-ম্লান মেদুর বিহ্বল,
দিগন্ত-বিসর্পী দৃষ্টি, অচঞ্চল দূর অবগাহ,
কেহ ত্রস্ত কুরঙ্গিনী, লঘুচ্ছন্দ বিক্রান্ত গামিনী—
লোধ্র-রেণু পরিক্ষিপ্তা,—
উচ্ছল আয়ত চক্ষু,
প্রতিকূল বায়ু-বিঘাতিনী,
নিবিড় অরণ্যচ্ছায়ে উচ্ছ্বসিত প্রপাতের তটে !
মুগ্ধ আমি, মত্ত আমি, প্রাণ-বিন্দু মোর
মর্ম্মরিয়া তোলে স্তব-গান ;
সমস্ত ইন্দ্রিয় মোর রাগ-বদ্ধ বংশীধ্বনি হ'য়ে
ছুটে চলে দুর্নিরীক্ষ্য সুদূর দুর্গমে !
দিন যায়, রাত্রি যায়, গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত-শরৎ—
ঋতু চক্র ঘুরে চলে ;
ফলে-ফুলে, আলো ও ছায়ায়
রোমাঞ্চিত বিশ্ব-যন্ত্র ; সেই আবর্ত্তনে,
ওঠে ধ্বনি "পান করো...ওগো পান করো !"

আকণ্ঠ ক'রেছি পান—
আনন্দের উদগ্র বিলাসে
নিজেরে তলায়ে দেখি ;
রাখি নাই, কিছু রাখি নাই !

অধরে অধর দেছি, নয়নে নয়ন,

করে কর, বক্ষে বক্ষ, বিকল ব্যাকুল ;

আমি ছিনু অসম্পূর্ণ, ক্ষুদ্র অণু ভগ্নাংশ প্রমাণ,

বিপুল বিশ্বের মাঝে হ'ল মোর বিচিত্র বিকাশ।

আমার চৈতন্য-লোকে ছিল যত উপমা-সম্ভার,

যত স্বপ্ন, যত মূর্ত্তি, রূপহীন নির্ব্বিশেষ আশা,

কল্পনা-কুহক যত, ঘুমহরা পরীর স্বপন,

সমস্ত জড়ায়ে আমি চুপে চুপে করিনু রচনা

রূপের অরূপ মালা ;

আমার সসীম সত্তা, অনুভূতি ক্ষুদ্র আত্মবোধ,

দিগন্তে ছড়ায়ে গেল ;

যে দিকে তাকাই—

অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি অসতর্ক চরণ-সঞ্চার,

অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি অবিচ্ছিন্ন কণ্ঠ-আলিঙ্গন

অজস্র চুম্বন আর অচঞ্চল নয়ন-ঈক্ষণ...

একি প্রাপ্তি ? কোথা আমি ?

স্বর্গ সে কি মোর বাহুমূলে ?

এই লক্ষ অপ্সরীর বিম্বাধরে. কিংবা কালো চোখে ?

উদগ্র বুভুক্ষা-ভরা অতৃপ্তির অশ্রান্ত পীড়নে

দুঃসহ চেতনাময় এ অস্তিত্ব কঠোর মধুর !

স্পন্দহীন গাঢ় রাত্রি, লবণাক্ত বায়ু বেপমান
তৃণে তৃণে, ফুলে ফুলে, শিশিরে শিশিরে,
মূর্চ্ছিত রাত্রির ভাষা—নিষ্করুণ নির্লজ্জ ব্যথায়
আকাশ নির্ব্বাক্ চোখে চেয়ে আছে উষার লাগিয়া !

রাত্রি শেষে...
খর রৌদ্র, দিবা দ্বিপ্রহর,
দিগন্তে জ্বলিছে অগ্নি পাটল-পিঙ্গল...
বিভ্রান্ত নয়নে খুঁজি কোথা গেল, কোথা গেল তারা ?
কোন অস্ত-দেশে,
মুঠি মুঠি ভস্ম ক্ষেপে দিগ্বধূরা রচিছে শ্মশান,
সে নিশীথ রভস-নেশার !
আমার বুকের তলে গুমরিছে তিক্ত হলাহল,
অধরে জ্বলিছে জ্বালা, বাহু খোঁজে বাহুর আশ্রয়,
উরসে বাজিছে বক্ষ, দেহ চাহে দেহের পীড়ন ;
স্ফুরিছে নাসিকা-রন্ধ্র, তীব্র গন্ধে অশান্ত মাতাল
মাংস চাই, শুধু মাংস চাই !

মোর মর্ম্মে অলক্ষিতে কবে চুপে চুপে,
প্রবেশিল এ রাক্ষস, রক্তপায়ী লোলুপ নিষ্ঠুর ?
এ কামনা-কালকূট কে বলো করালো মোরে পান ?
কেন এই নিম্নগতি ?

আত্মঘাতী সরীসৃপ সম,
পুরীষ-পিচ্ছল পথে দীর্ঘ পুচ্ছ করিয়া প্রসার,
কৃমি-ক্লেদ-পঙ্ক-স্তূপ আলোড়ি' বিলোড়ি'
খুঁজিতেছি কোথা রন্ধ্র...
অন্ধ রাত্রি ফেলিছে নিশ্বাস!
অবসন্ন স্নায়ু-স্রোত, বিবশ শরীর,
নীল মৃত্যু চোখে লাগে, রুদ্ধ পথ পাষাণ-প্রাচীরে—
আঘাতে ক্ষরিছে রক্ত,
তবু জাগে মরণ-উল্লাস;
একি ছিন্নমস্তাবৃত্তি? নিজ রক্ত নিজে পান করি'
মেটে না পিপাসা তবু!
আরো চাই, আরো রক্ত চাই!

এই প্রেম?
এরই লাগি' যুগে যুগে মানুষের এত অশ্রুপাত?
গুণীর সঙ্গীতালাপ? কবির কবিতা?
শিল্পীর আলেখ্য-পট?
হায় প্রবঞ্চনা—
হায় ভ্রান্ত বিজ্ঞাপন দেহ-বিপণির!
ঘৃণা করি তবু চাই, চাই তবু ঘোর ঘৃণা করি!

মানুষের ক্ষুধা
একান্ত বন্ধনহীন, অসংযত তুরঙ্গম সম,
অসহায় অন্ধ-গতি, লজ্জাহীন, নৃশংস নির্ম্মম,
পিষিয়া শোষিয়া চায় নিঃশেষিতে রূপের বসুধা!
আকাশের নীল
ম্লান করি উঠে তার বিষাক্ত ফুৎকার—
নীরন্ধ্র খনির গর্ভে গুমরায় তার হাহাকার;
ধূমায়িত আরক্ত সর্পিল,
সংখ্যাতীত লোল জিহ্বা মেঘে মেঘে করি প্রসারণ
ছুটিছে সে দিকে দিকে, নাহি জানে নিজগতি-সীমা-
অপার চলার গর্ব্বে বাড়ে তার উলঙ্গ গরিমা,
ছন্দোহীন উন্মত্ত গর্জ্জন!

প'ড়ে আছে প্রাণহীন পথ—
আদিম সৃষ্টির বুকে অতিকায় সরীসৃপবৎ;
পিচ্-ক্লিষ্ট ক্লেদাক্ত নিশ্চল—
বিকট ঘর্ঘর রবে ছুটিয়াছে বুভুক্ষার রথ,
অগ্নিময় শত চক্রে বিচ্ছুরিয়া উত্তপ্ত গরল!
বিক্ষত, বিকৃত-গাত্র বসুন্ধরা খালি পাশ ফিরে,
ক্রমান্ বিষ-বাষ্প সঞ্চারিছে দীর্ণ বক্ষ চিরে,
মৃতকল্প মাটীর জঠরে—
তবু চলে জয় রথ, অহোরাত্র দুরন্ত ঘর্ঘরে!

শুধু ক্ষুধা, মানুষের ক্ষুধা,
তীব্র, তীক্ষ্ণ, তিলে তিলে গিলিছে বসুধা!
স্বপ্ন নাই, শান্তি নাই, নাই তৃপ্তি-প্রাপ্তির উল্লাস ;
রুদ্ধ অপূর্ণতা ভারে হাহাকারে লুটায় বাতাস,
ভিত্তির প্রকোষ্ঠ-গাত্রে, ইষ্টকে-প্রস্তরে,
লৌহ-উদ্বন্ধন-বদ্ধ শ্লথ-স্রোত সরিতে সাগরে!

নগরীর লক্ষ দীপাধার
ঝিমায়ে ঝিমায়ে জ্বলে, অনির্ব্বাণ দীপ্র বুভুক্ষার
উলঙ্গ প্রেতিনী মূর্ত্তি ..আপিঙ্গল, পাংশুল, সবুজ,
দিগন্তের কণ্ঠ রুধি অভ্রংলিহ চিম্‌নী ও গম্বুজ
ঘোষিছে উদ্ধত কণ্ঠে, চাই খাদ্য চাই!
হাপর ফেলিছে শ্বাস, মাথা কুটি' লুটিছে নেহাই
শ্রান্তিহীন হাতুড়ীপ্রহারে ;
অগ্নিময় দ্রব-লৌহ লোলহান্ শত বাহু মেলি,
হু হু রবে ছুটে চলে পারদাক্ত ধাতু-বর্ম্ম ঠেলি
ডাইসের অন্ধ কক্ষে অন্ধতম মৃত্যু অভিসারে

বিশ্বব্যাপী এ কি যন্ত্রশালা!
সর্ব্বগ্রাসী বহ্নি-কুণ্ডে অহোরাত্র কালানল জ্বালা!
সন্নত ফলক-শীর্ষে লম্বমান্ ধাতুময় তারে,
আবদ্ধ বিদ্যুৎ-ফণী ফুঁসিয়া-শ্বসিয়া বারে বারে
অভিমানে আছ্‌ড়ায় ফণা ;
প্রচণ্ড তাণ্ডবে তা'র শিহরায় ত্রস্ত দিগঙ্গনা!

টলে পৃথ্বী, টলে অভ্র, অন্তর্দাহে জাগে ভূকম্পন,
নিরুদ্ধ ক্ষুধার দাপে বেপমান গগন পবন !

কামান-গর্জ্জনে,
গন্ধকের কটুগন্ধে, পিণ্ডীকৃত বারুদ-স্ফুরণে,
দিকে দিকে জাগে আর্ত্তনাদ—
দুঃসহ সে ধ্বংস-যজ্ঞে কী প্রচ্ছন্ন ক্ষুধার সংবাদ !
অর্থগৃধ্নু বাণিজ্যের ক্ষুধা,
অসতর্ক মৃত্যুসম বাহু-বন্ধে বাঁধিয়া বসুধা,
আপন আবর্ত্ত মাঝে আপনারে ফিরায়ে ঘুরায়ে,
সহস্র ধ্বংসের বীজ জলে স্থলে ফেলিছে ছড়ায়ে !
ছিন্ন শির, ছিন্ন বাহু, নাসারন্ধ্রে মস্তিষ্ক ক্ষরণ,
গত-প্রাণ লক্ষ নর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে ;
ক্লান্তিহীন শত যান শবদেহ করিছে বহন,
কবরে, চিকিৎসালয়ে, অনিবার্য্য মরণের ছায়ে
নাহি কারো ক্ষোভ—
ভঙ্গুর সমাধি-স্তম্ভে মুমূর্ষুর আছে কোন লোভ ?
অপার ক্ষুধার ফাঁদে আপনারে দহিয়া নিঃশেষে,
ক্রূর সভ্যতার ভক্ষ্য লক্ষ প্রাণ ফুরায় নিমেষে !

শত-সৌধ-কিরীটিনা নিঃসঙ্কোচা লো নগ্না নগরী,
ধূলি-ধূম-সমাচ্ছন্ন এ প্রদোষে আজি প্রশ্ন করি—

এখনো মিটেনি ক্ষুধা ? লম্ফনে ঘর্ষণে,

শিহরি রোমাঞ্চি' উঠে সুবিশাল দেহ আয়তন ;

রাত্রি দিন ক্লান্তিহীন রূঢ় আলিঙ্গনে,

নয়নে ফেনায়ে উঠে বিষ-খিন্ন পিঙ্গল মরণ !

তবু এ কুলটা ক্ষুধা, অকৃপণ দেহ পরিধিরে,

উদ্ভ্রান্ত পতঙ্গ সম গুঞ্জরিয়া কাঁদে ঘিরে' ঘিরে' ?

একবার শূন্য হ'তে আসে নাকি স্বচ্ছন্দ বাতাস ?

বস্তুর পাহাড় ভেদি' বন্ধহীন অসহ্য প্রকাশ

ফুটাইয়া তুলে নাকি অভিনব একটি প্রভাত—

স্বর্ণাভ অরুণালোকে পরিপূর্ণ সহজ সুন্দর,

জাগ্রত বিহঙ্গ গীতে, জলস্থল, গগন পবন, অরণ্য প্রান্তর,

পরিতৃপ্ত, সুধাসিক্ত, মুখরিত, অগাধ অবাধ,

মুক্তির আনন্দ-গানে—

এ দুর্ব্বার ক্ষুধা অবসানে

না খেয়ে না খেয়ে ছেলেটা ফুরালো, মা'ও তার যায় যায়,
আমি পিতা হ'য়ে আছি চুপচাপ্, মোর চোখে জল নাই।
কি ব'লে কাঁদিব ? কোন্ অধিকারে ঢালি লোণা আঁখি জল,
সঙ্কটময় অজানার পথ, করি আরো পিচ্ছল ?
এসেছিল হেথা না-ডাকা অতিথি, না ব'লে গিয়েছে চ'লে
সে ক'দিন ছিল শুধু জ্বালায়েছে, আপনি ম'রেছে জ্বলে ;
'রবাহুত লাগি,' হায়রে অভাগী, কেন মিছে আফ্‌শোস্ ?
যে গিয়েছে তার স্মৃতি মুছে ফ্যালো উপাড়ি মর্ম্ম-কোষ !
দেখোনি কি চেয়ে চোখের উপরে, এতদিন দিন-রাত,
অসহ জ্বালায়, অসহায় শিশু, ক'রেছে আর্ত্তনাদ !
বিধাতার দান মায়ের স্তন্য, পারোনিক তাও দিতে—
না খেয়ে' ফুরালো স্বর্গের শিশু মানুষের পৃথিবীতে ;
দেয়ালে দেয়ালে কেঁদে কেঁদে ফেরে' মুমূর্ষু হাহাকার,
বধির বিমানে ছোটে প্রতিবাদ ফাঁক দিয়ে জানালার,
আকাশের পাখী বাঁধা প'ড়েছিল জীবনব্যাধের ফাঁশে,
বাঁধন কাটিয়া পালালো সে যদি, চোখে কেন জল আসে ?

এমন বেশী কি আর—

মোদের বিবাহ কবে হ'ল জানো ? সবে ত বছর চার ;
তরুণ বয়স, তরুণী প্রেয়সী, যেখানে যা ছিল ফাঁক,
হাজারো রঙীন্ কল্পনা দিয়ে ভ'রে নিন্ন থাকে পাক,
মেঘ নত হ'য়ে হাতে হাতে যেন ধরণীরে দিল ধরা,
জ্যোৎস্না-স্বপনে যৌবন যেন মৌ-বন মধু-ঝরা !

দারিদ্র্য ছিল ঠিক্—

তবু ভাঙা চালে সন্ধ্যা-সকালে কুহরে পাপিয়া পিক !
নানা ধান্দায় দিনমান যায়, রাত্রে স্বপন-লোকে,
আমরা দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকা মায়া-অঞ্জন চোখে !
হঠাৎ গানের তাল কেটে যায়, ভাঙে স্বপনের ঘোর,
হ'ল সুকঠোর বন্ধন দড়ি রঙীন রাখীর ডোর—
বেহেস্ত বাসিনী আস্‌মানী প্রিয়া মাটীতে আসিল নামি',
কুয়াসা কাটিয়া দেখা দিল রবি আমি অকৃতার্থ স্বামী !
দেহ-পঙ্কের আবর্ত্ত পাকে যে বিষম বিষ উঠে,
কালো মরণের চুমা সে ছোঁয়ালো প্রেমের ওষ্ঠপুটে ;
শত দাবী-দাওয়া বাহু মেলে এলো, সন্তান সাথে সাথে,
দিনমান ঘুরি, চাকুরী চাকুরী, চোখে ঘুম নাই রাতে !
কোথা ফাল্গুন, বাসন্তী হাওয়া, মহুয়া-মদির সাকী ?
দু'জনা দু'জনে রেখেছি আড়ালে, মধ্যে বিরাট ফাঁকি !

ছেলের অসুখ হ'ল—

অসন্তোষের অনল-কুণ্ডে নব ইন্ধন প'ল !
কোথা ডাক্তার, ওষুধ-পথ্য, ভগবান ধি'য়ে থাকো,
সূতিকা-রোগিনী গর্ভধারিণী দুগ্ধই মেলে নাকো !
বাড়ীওয়ালার তাগাদার চোটে ঘরে টেঁকা সুকঠিন,
ওদিকে বন্ধু-বান্ধব কাছে রোজই বেড়ে চলে ঋণ !
মুখে বলি ঋণ, মনে মনে জানি, এ ঋণ হবেনা শোধ,
দৈন্যের সাথে ক্রমে লোপ পেলো মান-অপমান-বোধ !

হাত পেতে' পেতে' হাতে পড়ে ঘাঁটা, হেঁটে হেঁটে পায়ে বাত
শুধু গঞ্জনা, শুধু ধিক্কার, ঘরে এলে দিন রাত—

কার মুখপানে চাই ?

চারিদিক ছেপে' ছোটে ঝড়ো হাওয়া, নাই লুকাবার ঠাঁই !

সকলি আমার দোষ—

বিবেচনা-হীন বিবাহের তরে, মিছে আজ আফ্‌শোস !
মিছে অনুতাপ নির্ব্বিচারে এ জীবের জনম-দান,
দেহের দুয়ারে ভিখ্‌ মেগে' মেগে' জীবনের অপমান !
প্রণয়-পিয়াসা, স্বপ্নের আশা, ভালোবাসা আঁখি-ছল,
কেন তার বুকে বাসা বেঁধেছিল, নাহি যার সম্বল ?
জীবনের ঘাটে ভাঙা তরী যার, এই ডোবে, এই ডোবে,
সে কোন্‌ সাহসে নিয়েছে যাত্রী, পারাণী পাবার লোভে ?
মাঝ-দরিয়ায় তুফান্‌ জেগেছে, হাঁটু ছেপে ওঠে জল,
হাল ছেড়ে দিয়ে অতলে তলানো, তাও বুকে নাই বল !

কেঁদোনাক কথা শোন—

আমি ছাড়া আর, দোষী করিবার মানুষ কি আছে কোনো ?
অভিমান ভুলে, সারা প্রাণ খুলে, একবার ভাবো দেখি,
এই দুনিয়ায়, জীবনের চেয়ে, মরণে মুক্তি সে কি !

মরণ শান্তিময়—

উদরান্নের জঘন্য লালসা, লভে তাতে নিরাময় ;
লাথি খেয়ে খেয়ে জগতের দ্বারে, দিন গুজরান্‌ করা
অবহেলা-মাখা ভিক্ষার খুদে উঠিবে না পেট ভরা ;

চর-লাঞ্ছিত লুব্ধ ভিখারী, করুণা-কাঙাল চোখ,
পৃথিবীর ভার বাড়াবার লাগি' তবু বেঁচে থাকে লোক ?
প্রতিটি বিন্দু শিরার শোণিতে দারিদ্র্য-রোগ যার,
তার ছেলে পা'বে পৈতৃক-ব্যাধি, কোথা তার নিস্তার ?
ওই হাসি দেখে ভুল বুঝেছিলে, ও হাসি ত হাসি নয়,
তলায় তলায় ছিল অভিশাপ, দুঃসহ দুর্জ্জয়—
তুমি দেখো নাই, আমি দেখিয়াছি, তাই বিধাতার কাছে
আশিস্ চাহিনি, চেয়েছি হে প্রভু, এরা যেন নাহি বাঁচে ;
অন্নের তরে এই হানাহানি, এই হীন অপমান,
শত স্বার্থের সঙ্ঘাতে এরা ভেঙে হবে খান্ খান্ !
ঘোর ঘর্ঘরে ঘুরে' চলে চাকা, তার তলে চাপা প'লে,
হবে চুরমার, সাধ্য কি আর, তবু কভু মাথা তোলে ?
এতটুকু বুকে এত দাগা দিয়ে' কি হবে বাঁচায়ে রেখে ?
জীবন-বেলায় ওরা শুধু যাক্ মৃত্যুর দাগ এঁকে—
কলুষ কামের ওরা কালো ছায়া, আদি আদমের পাপ,
এবারের মত ঘুচাও ওদের জীবনের অভিশাপ !
দাও যবনিকা টানি—
যে কাঁদে কাঁদুক, আমি কাঁদিব না, মুক্তি ও পেলো জানি !

মাতা বন্দিনী বিমাতৃ-গৃহে, নিজে চির ক্রীতদাস,
নির্য্যাতনের রাজত্ব চলে, করি নাক' হাহুতাশ।
তুমি মোরে দোষো, অক্ষম ব'লে ধ'রো শত অপরাধ—
জানো কি জননি, এ বুকে আমার বিদ্রোহ কী অগাধ!
সোদর গরুড়, ভুজ বলে যার চুরমার গিরি দলে,
বিক্রমে যার স্বর্গে বাসব, পাতালে বাসুকী টলে,
পন্নগ কুল, ভয়-সঙ্কুল, দংষ্ট্রা প্রহারে যার,
যে গেলো আনিতে অমৃত-ভাণ্ড ক্ষীর-সমুদ্র-পার;
তারি বড় ভাই, শকট চালাই, অশ্ব বল্গা ধরি'
বিশাল বিমান, সারা দিনমান, এপার-ওপার করি;
আসে বৈশাখী-প্রবল-ঝটিকা, লাগে ঘূর্ণীর বেগ,
চাকা-ঘর্ষণে বিজলী চমকে, ঘেরে' কুজ্ঝটি-মেঘ;
মোর ছুটী নাই, কারিলে কামাই, বিশ্ব অন্ধকার—
তবু নাই দাম, বিকানো গোলাম্ সহিসের কারবার!
চোখের উপরে, মা'র টুঁটি ধ'রে, বিমাতা দাসী খাটায়—
জ্ঞাতি ভাই গুলা হানে বিষদাঁত, আমি মূক নিরুপায়!
শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছোটে, বাজে শৃঙ্খল-ভার,
অশক্ত বাহু, পঙ্গু সারথী, আমি কি করিব আর?

রাত্রি প্রভাতে, পূর্ব্ব তোরণে আলোর কমল ফোটে,
বিভাবসু নয়, আমারি কালিমা বনে কান্তারে লোটে;
আমারি আলোকে ওঠে সবিতার নব বন্দনা-গান,
আমি ক্রীতদাস, চাপা পা'ড়ে যাই, সূর্য্য সে মহীয়ান্!
চোখে জল আসে, বসি' বোবা ভাবে, বহ্নি-চক্ররথে,
কানা দুটি চোখ, মেলি অপলক, অন্ধ ভবিষ্যতে!

অরুণ

আবার তনুতে আসে যদি ফিরে, অপগত যৌবন,
পেশিতে পেশিতে চলে রণরণি রুধিরের নর্ত্তন,
ধূলা-বালি প্রায়, যদি খ'সে যায়, হীন সারথীর সাজ—
স্বর্গ-তোরণে ঝাঁপাইয়া পড়ি, ভয়ে কাঁপে দেবরাজ!
তরবারি সম তীক্ষ্ণ চঞ্চু, দু'পায়ে খর নখর,
আঘাতে দেবতা-যক্ষ-রক্ষ নির্জ্জীত জর্জ্জর!
স্বর্গ উপাড়ি ফেলি ধরণীতে, গ্রহতারা ছারখার,
ধ্বংস-অনলে লাল হ'য়ে ওঠে পাণ্ডুর মুখ মা'র!

এ কী মত্ততা? দুপুর রাত্রে কেন চোখে ঘুম নাই?
চির-অভাব্য যে মহামুক্তি, কেন মিছে ভাবি তাই?
অকালে অরুণে জিয়ায়েছো মাতা, তরুণ অণ্ড ভাঙি',
এ জীবন দেছো অপূর্ণতার ব্যর্থ শোণিতে রাঙি'—
অধীর ব্যথায়, হায় পাগলিনী, একটু সহেনি দেরী?
চপলতা বশে শিকলী র'চেছো দুইটি জীবন ঘেরি';
তাই ব'সে ব'সে, নিষ্ফল রোষে, মিথ্যা এ আক্রোশ—
কৃকলাস প্রায়, বুক কুরে' খায় পঙ্গুর আফ্‌শোস্!
তাই জেগে' জেগে' রাত্রি কাটানো, কখন্ প্রভাত হয়,
আকাশে ও-কার পাখার আওয়াজ, ভাই গরুড়ের নয়?

পরলোকে অবিশ্বাসী—কোথা সে ঈশ্বর,
সেই ভীরু আত্ম-দ্রোহী ? দৃষ্টি-অন্তরালে
একান্ত প্রচ্ছন্ন রহি' খেয়াল-খেলায়
যে দেখায় ভোজবাজী ; মানুষের ক্ষুধা
দুর্গম দুরূহ পথে খোঁজে আপনারে—
প্রকৃতির মর্ম্মস্থলে দু'বাহু প্রসারি'
মানুষ চাহিছে তার রহস্য-ভাণ্ডার
নিঃশেষে লুঠিয়া নিতে—বুকে জ্বলে তার
দুর্ব্বার কামনা-বহ্নি, সীমাহীন প্রেম,
চোখে জ্বলে অনন্ত স্বপন ! মাঝ পথে
মৃত্যু আসি অতর্কিতে ফেলে পূর্ণচ্ছেদ ?
কেন এ বেদনাময় খণ্ডিত জীবন ?
কেন ফুল ফুটে ওঠে আকাশের তলে,
একটি মুহূর্ত্ত লাগি ? কে দিবে উত্তর ?
শাস্ত্র তার অসংলগ্ন অবয়ব-ভারে,
হইয়াছে শ্লথগতি—আছে পরলোক,
আছে এ কামনা অন্তে প্রাপ্তির চমক্‌।
কি পাইবে ? দেহ যদি শেষ হ'য়ে যায়,
দেহহীন, আত্মহীন, অস্ফুট জীবন—
নির্ব্বাপিত প্রদীপের দাহিকার মতো—
লভিবে কি স্বর্গ-লোক ? ভাগ্যের শৃঙ্খলে
যন্ত্র-বদ্ধ সে জীবন, তার মুক্তি কোথা ?
কোথা তার আত্ম-স্ফূর্ত্তি ? শৃঙ্খলার নামে
এ বীভৎস অরাজক আমি সহিব না।

আমি বহিব না। কল্পিত কর্ম্মের ভার
গত জনমের—বিদ্রোহ করিব আমি।
জ্বলুক উদগ্র বহ্নি উগ্র তপস্যার—
হ'য়ে যাক্ ভস্মশেষ জন্মলিপি মোর,
আপন তপস্যা-তেজে দীপ্ত মুক্ত হ'য়ে
নব জন্মে হ'ই আমি নূতন বিধাতা!
কে আমারে দিবে বাধা? ঈশ্বর? সমাজ?
কিছু রাখিব না আমি, রুদ্র অগ্ন্যুৎপাতে
প্রাচীন ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডে ছারখার করি'
গড়িব নূতন বিশ্ব, জীর্ণ পঞ্জরের
মর্ম্মে মর্ম্মে সাধনার সম্বিৎ-নিষেকে
তরুণ গরুড় সম মেলিবে নয়ন,
নব সৃষ্টি, সৌর-লোক, নব প্রাণধারা...
ভাগ্যের বন্ধন হ'তে মুক্তি দান করি
অনন্ত জীবন দিব মানুষের হাতে।

মনে পড়ে ফাল্গুনের প্রথম প্রত্যূষে,
ছায়াচ্ছন্ন বিন্ধ্যপ্রস্থে নর্ম্মদার তটে,
ব'সেছিনু তপস্যায়। বসন্ত আগমে
রোমাঞ্চিত বনাঞ্চল—বিহঙ্গ কাকলী,
নির্ম্মল শিশির-স্নাত নূতন আলোক,
নর্ম্মদার নিরলস মর্ম্মরিত ধ্বনি,

প্রস্ফুটিত কুসুমের শুভ্র সমুজ্জ্বল
নিষ্কলুষ স্নিগ্ধ হাসি, মধুপ-গুঞ্জন,
মৃদুমন্দ গন্ধবহ, চঞ্চল পুলক
জলেস্থলে, গিরিদরী-উপত্যকা তলে—
প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল জাগরণ-রেখা—
তারি সাথে আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে,
মূর্ত্তিমতী উষা আসি' দিল দরশন
নিদ্রাতুর নিশীথের যবণিকা ভেদি'
বিলোল অলকগুচ্ছ, কুসুম মঞ্জীরে
শৃঙ্খলিত পদদ্বয় ; অপাঙ্গের কোণে
ঈষৎ সলজ্জ হাসি ; বিবশ চঞ্চল
বাসন্তী শাটীকা অঙ্গে ; সুগৌর বরণ,
পীনোন্নত উরস্থল—সারঙ্গ-চপল,
ত্রস্ত পদে, স্রস্ত বেশে, দাঁড়াল আসিয়া
কেকারব মুখরিত নীপ-তরু-মূলে।
শিখিনী ভুলিল নৃত্য ; হরিণ-হরিণী
উর্দ্ধে তুলি নম্র গ্রীবা নব তৃণ হ'তে,
শ্যামায়িত বনভূমে, স্তব্ধ অপলক
সহসা চাহিল সেই সুন্দরীর পানে।
তুমি কি বাসন্তী-সখী, আসিলে ভূতলে,
পরিপূর্ণ যৌবনের মাধুর্য্য-লীলায়
সমুচ্ছল অরণ্যের শোভা সন্দর্শনে,

অথবা জীবন্ত কোন স্বপনের ছবি,
সহসা উঠিলে ফুটি প্রভাত আলোকে
তপোবন ললামভূতা অপ্সরীর রূপে ?
কিংবা কোন দূরগত বিস্মৃত গীতের
সদ্যজাত সচঞ্চল মূর্চ্ছনার মতো
ধীরে ধীরে নেমে এলে হৃদি-উপকূলে
অন্ধকার ভবিষ্যের ছায়া-লোক হ'তে ?
শিহরিল বনভূমি অশোকে-কিংশুকে,
মুকুলিত আম্রবনে বহিল সহসা
যৌবনের দীর্ঘশ্বাস—ধ্যান-ভঙ্গ হ'ল !
দেখিলাম বক্ষ হ'তে গেছে খসি' তার
চীনাংশুক, সুপীবর বাম উরুদেশ
বায়ু-বেগ-হিল্লোলিত অঞ্চলের ফাঁকে
খানিক পড়িল চোখে—যেন একখানি
লঘু মেঘ আলিঙ্গিয়া মেখলা-প্রদেশ
লুটায়ে প'ড়েছে পায় ! হায়রে সে রূপ
রৌদ্র-করে খরতর ছুরিকার মতো
ঝলসিল আঁখি-তারা ; বল্কলের তলে
বক্ষ-রক্ত তালে তালে উঠিল দুলিয়া,
মন্ত্র-মুগ্ধ গীত লুব্ধ ভুজঙ্গের মতো ।
লক্ষ কোটি বৎসরের বার্দ্ধক্য বিদারি'
অন্তরের গূঢ়তম অন্তর প্রদেশে

অবলুপ্ত যে যৌবন, হ'ল জাগরিত
সহসা সে জীর্ণতার প্রাসাদ-শিখরে !

তারপর কেন হায় হ'ল না মরণ ?
না—এ বৃথা অনুতাপ, আমার কী দোষ ?
আমি কি ক'রেছি ত্রুটি কোন দিন তরে
রোধিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সংযম সাধিতে ?
যোগযাগ, ব্রহ্মচর্য্য, নানা কৃচ্ছ্রব্রত,
ক'রেছি ত আজীবন—লোকালয় ত্যজি'
এসেছি নির্জ্জন বনে। তবু যদি কোন
অসতর্ক বসন্তের উন্মাদ বাতাসে
সহসা ভাঙিয়া যায় সংযমের বাঁধ,
কা'রে তবে দিবে দোষ ? কা'র মূঢ়তার
ত্রুটি লয়ে বাধাইবে মিথ্যা হানাহানি ?
অন্তরের অন্তস্তলে শুধু একবার
দেখো চেয়ে আপনার ; দেখো কী ভীষণ
লোলুপ অতৃপ্তি ল'য়ে কামনা-রাক্ষসী
ব'সে আছে নিশিদিন ; যুক্তির শৃঙ্খলে
যতই বাঁধ না তারে, যদি একবার
কোন ক্রমে মুক্ত পায় পাষাণ-পিঞ্জর—
কদর্য্য নগ্নতা ল'য়ে হইবে বাহির
দুর্দ্ধর্ষ স্বরূপ তার ! তাই স্বাভাবিক।

অন্তরে লুকায়ে রাখি' মাংসের লালসা
শুষ্ক বৈরাগ্যের বেশে কারে দিবে ফাঁকি ?
কি জুড়াবে অমরত্বে ? অনন্ত জীবনে ?
আত্মপ্রবঞ্চনা-পুষ্ট ত্যাগে তপস্যায়
কোথা তৃপ্তি ? এ সংক্ষিপ্ত জীবনের ধারা
সমুদ্রে মিশিতে চায়, এই স্বাভাবিক্—
সৃজন-কামনা মূলে সন্ন্যাসের ক্ষয়,
এই মহা পরাজয়...এই স্বাভাবিক !

এখনো আঁখির কোণে চমকিছে মরণ-উল্লাস,
এখনো র'য়েছে ঠোঁটে লেগে সেই অধীর চুম্বন ;
এর মাঝে সব শেষ ? শ্লথ হ'য়ে আসে আলিঙ্গন,
আবরি দিতেছ অঙ্গে লাজ-ত্রস্ত নীলাম্বরী বাস ?
এখনো হৃৎপিণ্ডতলে থামেনিক অশান্ত নিঃশ্বাস,
ধমনীর রক্ত-স্রোতে এখনো চলিছে আলোড়ন,
এর মাঝে চ'লে যাবে ? গাঢ় রাত্রি, অন্ধকার, শোনো নিবেদন

গহন অরণ্য-পথে উতরোল বায়ু গুমরায়.
মর্ম্মরিত ঝাউ-শাখে চীৎকারিছে রাত্রিচর পাখী ;
নিঃসাড় কুয়াসা-ঘুমে অবরুদ্ধ আকাশের আঁখি,
মাঝে ব্রীড়াবতী নদী ফুলে' ফুলে' মিনতি জানায়—
এর মাঝে একা যাবে ? যদি কারো ছায়া দেখা যায়,
কারো শুভ্র বসনাগ্র বনান্তরে কাঁপে থাকি থাকি,
একটু পাবে না ভয় ? সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিয়া উঠিবে না নাকি

একান্ত চলিয়া যাবে ? শুনিবে না কোন অনুনয় ?
এখনি চলিয়া যাবে ? এ জীবনে ফিরিবে না আর ?
তোমার আমার মাঝে ঘনাইবে দুস্তর আঁধার,
এ মহা মুহূর্ত্তটুকু মহাশূন্যে লভিবে বিলয় ?
বিগত রাত্রির কথা আজ সব ভুল মনে হয় ?
লজ্জায় নমিয়া পড়ে রূপোদ্ধত আনন তোমার—
কেন এ কুণ্ঠিত দৃষ্টি ? হে ক্ষণিকা, মুখ তোলো চাহ'

স্বপ্ন

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে আকাঙ্খিত এ শুভমিলন,
এর কোন অর্থ নাই ? এই দু'টি বুভুক্ষু হৃদয়
উত্তপ্ত বাসনা যত, দিনে দিনে করেছে সঞ্চয়,
ক্ষণিক সান্নিধ্যে তাহা করেছে কি বিষ-উদ্গীরণ ?
দুঃসহ সে চেতনায় স্পন্দমান গগন-পবন,
মোরা শুধু মৃত-কল্প, তাই দূরে স'রে যেতে হয় ?
কেন তবে এসেছিলে, চোখে নিয়ে আকাশের অসীম বিস্ময় ?

বাতাস মেতেছে মোর বাসনার উত্তাল নিঃশ্বাসে,
আমার বুকের স্বপ্নে আকাশ হয়েছে লালে-লাল,
বিহ্বল দিগন্তে বাজে মোর ছন্দে ক্লান্ত করতাল,
সমস্ত জগৎ যেন ভীড় ক'রে মোর প্রাণে আসে!
কাহারে ডাকিয়াছিনু নাম ধ'রে আকুল-সন্তাপে?
কে মোরে বঞ্চনা হানি' পথে পথে দীর্ঘ আয়ুষ্কাল,
ঘুরায়েছে ছায়া-গ্রস্ত, স্বপ্নাতুর, অশান্ত, মাতাল?
আজি সে লুকায়ে বুঝি সীমাহীন অকূল আকাশে!

এসো তুমি নেমে এসো, অরণ্যের শ্যামলিমা ছাড়ি',
তটিনীর কলরোল, বাতাসের চঞ্চল মর্ম্মর,
পাখীর কাকলী গান—রূপায়িত ওগো অপরূপ;
আকাশের ছায়াপরী এসো সে'জে শরীরিনী নারী,
অলকে দুলায়ে ফুল, কালো চোখ করুণা-কাতর—
হৃদয়ে উঠুক ফুটে ছন্দোময়ী তোমার স্বরূপ।

অনর্গল কর' দ্বার খুলে দাও রুদ্ধ বাতায়ন,—
আসুক উন্মত্ত হাওয়া হু হু ক'রে ঘরের ভিতর,
আসুক অরণ্য হ'তে সচকিত পল্লব-মর্ম্মর—
আসুক বৃষ্টির ধারা, উচ্ছৃঙ্খল মেঘের গর্জ্জন!

বাহিরে আকাশ কাঁদে, উচ্ছ্বসিত ব্যথিত ক্রন্দন—
দুর্নিবার জাগরণে নিশ্বসিয়া কাঁপে চরাচর—
বিদ্যুৎ শাণিত অস্ত্রে বিদারিছে ভূতল-অম্বর,
বিদ্রোহী শ্রবণ রাত্রি, গ্রীষ্ম-দগ্ধ ভুখারী শ্রাবণ !

আজি এ আঁধার কক্ষে রুদ্ধদ্বারে রহিব না আর
রহিব না ক্ষুদ্র স্নেহ-স্মৃতি-প্রীতি বুকে আঁকড়িয়া—
একান্ত নিজের হ'য়ে ম্লান এই প্রদীপ আলোকে ;
উদ্দাম যৌবন-বহ্নি ধমনীতে করে হাহাকার—
প্রতি স্নায়ু পিপাসায় মুহুর্মুহু মরে গুমরিয়া,
বাহিরে ছুটিব আমি, বাধামুক্ত দুঃসহ পুলকে !

মোর কাঁধে মাথা রেখো নীরব, বিস্মিত, নতমুখ,
প্রাণ যদি ভ'রে ওঠে কয়ো না কয়োনা কোন কথা ;
চোখ ছেপে জল এলে রোধিও বিহ্বল ব্যাকুলতা,
গোপন বুকের ভাষা আপনি বুঝিবে মোর বুক।
দুরন্ত ঝটিকা প্রাণে হু হু ক'রে বহে ত বহুক্,
বাহিরে মরণ আসি বিছাক্ অলস মদিরতা ;
অধীর আবেশে যেন রোমাঞ্চি না ওঠে তনু-লতা,
কাঁদে না দেহের দ্বারে, দেহ যেন পিপাসা-উন্মুখ !

শুধু মোর মুখে রাখো মেলিয়া অতল দুটি আঁখি,
তোমার আঁখির ছায়া পড়ুক্ আমার চোখে আসি,
বিলোল অলক তব জড়াক্ আমার গলে ফাঁসি,
শিহরি' উঠোনা যেন, আমায় বাহুতে বাহু রাখি।
উষার শিশির-স্পর্শে কাননে জাগিবে যবে পাখী,
নীরবে চলিয়া যেয়ো, বারেক বলিয়া, ভালোবাসি !

আমার তৃষিত ওষ্ঠ, তব ওষ্ঠাধারে পেতে' রাখি—
তোমারে জড়ায়ে ধরি দুটি ব্যগ্র বাহু প্রসারিয়া ;
সমস্ত জীবন তব নিতে চাই ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া,
তবু কি নিষ্ফল ক্ষোভে সারা প্রাণ কাঁদে থাকি থাকি !
আজিকে বুঝেছি সখি, এ প্রণয় আগাগোড়া ফাঁকি,
শূন্যতা কুড়ায়ে গেছি মোরা শুধু অঞ্চল ভরিয়া ;
লালসা-রঙীন ফুলে কামেরে পূজেছি ওগো প্রিয়া,
ভাষার কুয়াসা দিয়ে কামনার দেবতারে ঢাকি।

তাই এ আকাঙ্খা-বাষ্পে আকাশ হয়েছে কালি-মাখা
বিধুর বেদনা আজি বাজে তাই পল্লব-মর্ম্মরে,
বিস্মৃতির ব্যবধান তাই জেগে উঠেছে অন্তরে—
বুকে-বুকে, মুখে-মুখে, তাই এ দিগন্তে চেয়ে থাকা।
দেহের দেউলে ওড়ে অর্থহীন জয়ের পতাকা,
আত্মার পিপাসা কাঁদে আত্মার তাড়িত-স্পর্শ তরে